

জুলাই থেকে রাজ্যে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ স্বাস্থ্যসাথীর ৬ কোটি গ্রাহকই পাবেন সুবিধা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মেঃ রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর এবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্র নিয়ে নিজেদের রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য পত্রিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, আগামী জুলাই মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত হতে চলেছে কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প। বিগত তৃণমূল সরকারকে তীব্র নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আগের সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার বিরোধিতা করে এসেছে। তবে নতুন সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য ইতিমধ্যেই একটি সুনির্দিষ্ট ‘রোড ম্যাপ’ বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডের সুবিধা পাওয়া ৬ কোটিরও বেশি মানুষ সরাসরি এই ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের আওতায় চলে আসবেন। এ ছাড়াও, যারা নতুন করে এই জনকল্যাণকামী প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে চান, তাদের জন্য বিশেষ বিকল্প ব্যবস্থার বন্দোবস্ত রাখছে রাজ্য সরকার। শুভেন্দুর কথায়, “এই চিকিৎসার সুবিধা শুধু পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দারই পাবেন না, বরং বাংলার বহু মানুষ যারা রুটরঞ্জির টানে বা অন্য কোনও কারণে তিন রাজ্যে বসবাস করছেন, তাঁরাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে

চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।” স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পকেটের বোঝা লাঘব করতে ওষুধের খরচ নিয়েও একটি বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, “আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের অধীনে এবার থেকে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধের ক্ষেত্রে রোগীদের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। এর ফলে রাজ্যের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি মহার্ষি চিকিৎসার বিপুল খরচের হাত থেকে বড়সড় রেহাই পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কেন্দ্রের অংশীদারিত্বের ৯৭৬ কোটি চলতি অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ স্বাস্থ্য খাতে আপাতত মোট বরাদ্দ হল, ৩০৭৯ কোটি টাকা। জানিয়ে রাখা ভাল, গত দুই অর্থ বছরে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন খাতে টাকা পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, গত সরকার ওই টাকা কেন্দ্রের থেকে নেয়নি। সুতরাং এই খাতে রাজ্যের আরও অর্থ সাহায্য প্রাপ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগপ্রকাশ নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছে, এ বিষয়টি দিল্লি বিবেচনা করবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, টাকার অঙ্কটা এখানে বড় বিষয় নয়। বড় ব্যাপার হয়ে উঠল কেন্দ্র-রাজ্য সমঝে ও সহযোগিতা। মাঝের কয়েক বছর ছাড়া গত প্রায় ৫০ বছর ধরে যেটা অমিল ছিল। একটা সময়ে বামেরা শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে



শুরু হয়েছে। দিল্লির সঙ্গে বন্ধ সম্পর্কের কারণে বাংলা আগের তুলনায় বেশি গুরুত্ব ও সাহায্য পাবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আরও একটি বড় ঘোষণা করেছেন। তা হল, ৩০ মে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কিশোরীদের জন্য বিনামূল্যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধক ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। বড় খবর রইল উত্তরবঙ্গের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে একটি এইমস হাসপাতাল গড়ে তোলার

যে সাঙ্গ হল সেটাই ভাল ব্যাপার। এ বার দেখার দিল্লি সতিই কতটা সাহায্যের হাত বাড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সাহায্যটা রাজ্যের প্রাপ্য শুধু নয়, অধিকারও বটে। অন্যদিকে এদিন সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার শিয়ালদহে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত ‘রোজগার মেলা’ থেকে তিনি জানান, ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ওএমআর শিটের কার্বন কপি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থাও পুনর্বিবেচনার আওতায় আনা হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। রাজ্যের নতুন সরকারের তরফে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চাকরির পরীক্ষাকে ঘিরে নানা অভিযোগ এবং বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আস্থা ফেরানো এখন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান, সরকারি চাকরির পরীক্ষা কীভাবে নেওয়া হয়। তখন তাঁকে জানানো হয়, পরীক্ষাগুলি ওএমআর পদ্ধতিতে হলেও

পরীক্ষার্থীদের হাতে কার্বন কপি তুলে দেওয়া হয় না। সেই ব্যবস্থাকেই প্রশ্রবিদ্ধ বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর কথায়, “যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর নিজের উত্তরপত্রের প্রতিলিপি হাতে থাকা উচিত। কার্বন কপি নিজেদের কাছে রেখে দেওয়ার সংস্কৃতি থেকেই স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির অভিযোগের জন্ম হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি।” তিনি স্পষ্ট জানান, নতুন নিয়োগ নীতিতে ওএমআর কার্বন কপি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে। পাশাপাশি নিয়োগের পুরো পদ্ধতি আরও স্বচ্ছ করতে লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন নিয়েও নতুন করে ভাবনাচিন্তা চলছে। বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার প্রবণতা নিয়েই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। সেই কারণেই মৌখিকের গুরুত্ব কমানোর দিকেই নুঁকছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ এবং বাস্তবায়্যে করার উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু প্রশাসনিক ঘোষণা নয়, এদিনের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক আক্রমণও শানান শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রাক্তন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, “আগের আমলে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই কারণেই গোটা দেশের সামনে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।”

তিলোত্তমাকাণ্ডে ফিল্ডার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মেঃ তিলোত্তমাকাণ্ডে অসিপকে ডাক্তার অতীক দে। সাসপেন্ডেড আরএমও অভ্যন্তরে বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজপাল আর এন রবি। বেআইনিভাবে সার্ভিস কোটায় এসএসকেএম-এ পিজিটি করার অভিযোগে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজপাল। এই নির্দেশকে স্বাগত জানালেন বিজেপির চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল ঘা। তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, তিলোত্তমার বিচার প্রক্রিয়ায় যারা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন, সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। আবার তিলোত্তমাকাণ্ডের পর আদোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মহাভোরে বক্তব্য, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গ্রেট কালচারে যুক্ত সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। অতীক দে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রভিন্সিয়াল ডিরেক্টর। তিনি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গ্রেট কালচারের মাথা বলে অভিযোগ উঠেছিল। ২০২৪ সালের ১ আগস্ট আরজি করে তিলোত্তমার দেহ উদ্ধারের পর সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন অতীক দে। কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে সেইসময় প্রশ্ন উঠেছিল। পরে পুলিশের তরফে দাবি করা হয় যে, তিনি সেখানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ‘ফিল্ডার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতীক দে-র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি বিধায়ক চিকিৎসক ইন্দ্রনীল ঘা বলেন, “তিলোত্তমাকাণ্ডে যারা বাধার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যারা হঠাৎ করে ফিল্ডার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রমাণ লোপাট করতে, যারা স্বাস্থ্য দফতরের ঘৃণ্যর বাসা বেঁধেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া নেওয়ার দরকার ছিল, তা নেওয়া শুরু হয়েছে। এটা অবশ্য আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, তখন মমতা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে পদক্ষেপ করেননি। যারা দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য দফতরে দলিমে করে গিয়েছেন, তাঁদের দেখানো স্থান হওয়া উচিত, সেখানেই স্থান হবে। প্রভাবশালী বলে কেউ ছাড় পাবেন, এই অনিয়মগুলো আর চলবে না।” তিলোত্তমাকাণ্ডের প্রতিবাদে আদোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম অনিকেত বলেন, “মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গ্রেট কালচারের জনক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এই অতীক। স্বাভাবিকভাবে এদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমরা আদোলনের সমরই সেই দাবি তুলেছিলাম। তাঁর সুনির্দিষ্ট শাস্তি হওয়া উচিত।”

সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের নিয়ে বৈঠক ডাকল বিকাশ ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মেঃ রাজ্যে গরমের ছুটি কালিগে আবার স্কুল খোলার তেজজ্যেড শুরু হয়েছে। এর মাঝেই সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (ডিআই) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পর্যালোচনামূলক বৈঠক ডাকল বিকাশ ভবন। আগামী ২৮ এবং ২৯ মে রাজ্যের সমস্ত জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ডিআই-দের নিয়ে এই বৈঠক হবে। শুক্রবার, ২২ মে বিকাশ ভবনের স্কুলশিক্ষা ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্কুলশিক্ষা কমিশনারের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকটি পরিবর্তিত সৃষ্টি মেনে তা সম্পূর্ণ ‘ভার্চুয়াল’ বা অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। গুগল মিটের লিঙ্ক বা কিউআর কোড স্থানান করে সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের এই বৈঠকে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, দুই দিনের এই বৈঠকে মোট ১টি সুনির্দিষ্ট আলোচ্যবস্তু বা একেতা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রশাসনিক স্তরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো- বিদ্যালয়গুলিতে ‘বন্দে মাতরম’ গান গাওয়ার সূচনা করা। এ ছাড়া বাকি আলোচ্য বিষয়গুলি হল- ১) গরমের ছুটির পর আবার খোলা। ২) সরকারি স্তরে কৃষ্ণসানন বা খরচ সংকোচন নীতি। ৩) অইসিটি এবং আবার সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা। ৪) স্কুলগুলিতে সরকারি পাঠ্যপুস্তক বিবেচনা। ৫) শিক্ষক শিক্ষিকাদের যুক্তিযুক্তকরণ বা রদবদল। ৬) পেশানন সংক্রান্ত বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি। ৭) মানবিক কারণে চাকরির আবেদনসমূহ। ৮) ১০০ পরশুট রোস্টার সংক্রান্ত বিষয়। সব জেলার পরিদর্শকদের কাজের সুবিধার্থে সমগ্র রাজ্যকে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী দু’দিনে ভাগ করে এই বৈঠকের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রথম দফায় মূলত উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন জেলাগুলির বৈঠক হবে। এর মধ্যে রয়েছে- আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ। দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতার দিকের জেলাগুলির বৈঠক ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- নদিয়া, বাঁকুড়া, ব্যারাকপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতা।

দেবরাজ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মেঃ দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা স্যোয়ারম্যান ইন কাউন্সিল স্বাস্থ্য সঞ্জয় দাসের ঘনিষ্ঠ ভাইক মৃত্যু। বাড়ি থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে নাগেরবাজারের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোরপূর্ব চাপানউতোর রাজনৈতিক মহলে। তিনি আবার রাজারহাট গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্ত্রীমা দেবরাজ চক্রবর্তীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে খবর। মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে যান অদিতিও। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিরণ ভট্টাচার্য আবার এর পিছনে তিসেফারক দাবি করছেন। তাঁর দাবি, সঞ্জয় দাসকে বেশ কিছু লোকজন হুমকি দিয়েছিল। তাঁরা আবার আগে তৃণমূল করতো। এখন বিজেপির। ওই হুমকির পরই স্টেস নিতে না পরে আত্মহননের পথে হেঁটেছেন সঞ্জয়।



১০ হাজার টাকা নে আমি পরে দেখছি। শুনেছি এরা সব ১২টীর পর বিজেপি। আগে সব তৃণমূলে ছিল। সরকার বদলের পর বিজেপি। কেনেও আমি মনে করি বিজেপির হয়েও কর্মীরা এই কাজ করতে পারে না। শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। বিজেপি এই জিনিস বরাদ্দত করবে না। আমি অনুরোধ করব যারা বা যে গিয়েছিল

পুলিশের জালে একের পর এক হেভিওয়েট নেতা। ইতিমধ্যেই একাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের জালে বিধাননগর পৌরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশোভন মল্লিক, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন পোদার।

আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে গরমের টানা ব্যাটিং, উত্তরবঙ্গেও ছুটির প্ল্যানেও ‘নজর’ থাকবে বৃষ্টির

২৩ মে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর

বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। পাশাপাশি, একটি উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা ওই ঘূর্ণাবর্ত থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ড, উত্তর ছত্তিশগড় এবং অভ্যন্তরীণ ওড়িশার ওপর দিয়ে উত্তর অল্পপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে থাকবে চরম অস্বস্তিকর গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়া। অর্থাৎ এত তাড়াতাড়ি মুক্তি নেই রাজ্যবাসীর। তাই উইক-এন্ডের বড়সড় প্ল্যান করার আগে দেশে নিতে পারেন আগামী সাত দিনের কী পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিন রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাওয়া অফিসের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ০.৯ কিলোমিটার উঁচুতে দক্ষিণ বিহার এবং সংলগ্ন এলাকায় একটি উচ্চ

জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে এবং দু-এক জায়গায় অতিভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দু-এক জায়গায় খুবই সামান্য বৃষ্টি হলেও গরমের দাপট ছিল চড়া। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ঝাড়গ্রামে, ৩৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর কলকাতার (আলিপুর) পারদ ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। উত্তরবঙ্গের আগামী ৭ দিনের পূর্বাভাস ও সতর্কতা-

২৩ মে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর

২৩ মে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর

২৩ মে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর

২৩ মে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এর

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ ট্রাম্পের দূত রুবিও-র

সেবাতীর্থে মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে বৈঠক

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৩ মেঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কে রুবিও। শনিবার চার দিনের ঠাসা কনসুটি নিয়ে ভারতে পা রেখেই নতুন সমীকরণের বার্তা দিলেন তিনি। শনিবার দুপুরে কলকাতা সফর সেরেই রাজধানী দিল্লিতে উড়ে যান মার্কিন বিদেশসচিব। সেখানে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি তাঁর কনভয় পৌঁছায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আলোচনার মাধ্যমে আরব দুনিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর পক্ষে সোচ্চার। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম ধর্মী ‘হরমুজ প্রণালী’ দিয়ে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যে অত্যন্ত জরুরি, সেই বিষয়েও ভারতের অনড় অবস্থান পুনর্বার্ত্ত করা হয়েছে। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এই ৪ দিনের সফরকে ‘ঐতিহাসিক’ ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন মাইলফলক

‘সেবাতীর্থে’। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা রুদ্ধতার বৈঠক শেষে এক্স হাউসেই আলোচনার মূল নির্ধার ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লিতে নামার পর ‘সেবাতীর্থে’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হন মার্কিন বিদেশসচিব। দীর্ঘ এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসে। বৈঠক শেষে সামাজিক মাধ্যমে মোদি ঘোষন, ‘আমরা ভারত ও আমেরিকার সার্বিক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে অত্যন্ত বিশদ আলোচনা করেছি। কেবল দুই দেশের সম্পর্কই নয়, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক স্তরে শান্তি রক্ষা এবং নিরাপত্তার মতো সুদূরপ্রসারী বিষয়গুলিও এই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।’ বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রুবিওর এই সফরকে অত্যন্ত সুকৌশলী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে আরব দুনিয়ার চলমান তীব্র সংকট ও অস্থিরতার আবেশে মার্কিন বিদেশসচিবের এই ভারত সফরের ভিন্ন কূটনৈতিক ওজন রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক অবস্থান আবারও স্পষ্ট করা হয়েছে নয়াদিল্লি বরাবরই

বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, এই সফর কোনও ফালি ধরা সম্পর্ক মেরামতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং দুই পরম বৃষ্টি অংশীদারের মধ্যে নিয়মিত নিবিড় যোগাযোগের একটি প্রতিফলন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে এই সফরকে এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। একই সঙ্গে আসন্ন ‘কোয়াড’ সম্মেলন নিয়ে ওয়াশিংটন যথেষ্ট আশাবাদী এবং সেখান থেকে ইতিবাচক ফলাফল আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির ‘দূরদৃষ্টির’ ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন সার্জিও। দিল্লির হাই-প্রোফাইল কূটনীতির আগে, শনিবার সকালেই সুইডেন থেকে সরাসরি সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছান মার্কে রুবিও। কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে কোনও রকম সময় নষ্ট না করে তিনি সোজা চলে যান তালতলার ঐতিহাসিক ‘মাদার হাউসে’। সেখানে মাদার টেরেসার স্মৃতিবিজড়িত পূণ্যভূমিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কাটান তিনি। এরপর সেখান থেকে তাঁর কনভয় যায় অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণস্থল ‘নির্মলা শিশুভবন’। অশ্রুসিক্ত এই সফর শেষ করেই দুপুরের বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মার্কিন বিদেশসচিব।

নিতিন নবীনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মে : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তরুণ ও উদমী এই নেতার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। একজন তরুণ ও উদমী নেতা হিসেবে তিনি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং আমাদের কার্যকর্তাদের ক্ষমতায়নে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, নিতিন নবীনের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি, উদমী নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক কাজ ও প্রশাসন উভয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান তাকে সর্বত্র বিপুল সম্মান এনে দিয়েছে। তার কাজ সেবা ও দেশ গড়ার আদর্শের প্রতি এক অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। জাতির সেবায় তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।

ঈদ উপলক্ষ্যে রাজ্যে সরকারি ছুটি ২৮ মে, বিবৃতি শুভেন্দু সরকারের

কলকাতা, ২৩ মেঈদ-উদ-জোহা উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৮ মে সরকারি ছুটি থাকবে। শনিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এমনটা জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, পূর্বাভ বিজ্ঞপ্তির আংশিক সরোধন করে, রাজ্যপাল ঈদ-উদ-জোহা ঁদপলক্ষ্যে ২৮ মে, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্তের ফলস্বরূপ, ঈদ-উদ-জোহা-এর আগের দিন এবং ঈদ-উদ-জোহা উপলক্ষ্যে যথাক্রমে ২৬ মে, ২০২৬ (মঙ্গলবার) এবং ২৭ মে, ২০২৬ (বুধবার)-এর জন্য পূর্বে ঘোষিত ছুটিগুলি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তদনুসারে, ২৬ মে, ২০২৬ (মঙ্গলবার) এবং ২৭ মে, ২০২৬ (বুধবার) সেই সমস্ত অফিস স, প্রতিষ্ঠান এবং স্থাপনাগুলির জন্য কর্মদিবস হবে যেখানে পূর্বাভ বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য।

সিএনজি-ও মহার্ঘ, দিল্লি-এনসিআর-এ বাড়ল দাম



নয়াদিল্লি, ২৩ মে : দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস বা সিএনজি-র দাম বেড়েছে। প্রতি কেজি এক টাকা করে মহার্ঘ হয়েছে সিএনজি। এই গ্যাস অটোর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অটোর ভাড়া ফের বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও কলকাতায় নতুন করে সিএনজি-র দাম বৃদ্ধির কোনও খবর এখনও পর্যন্ত নেই।দিল্লিতে মূল্যবৃদ্ধির পর শনিবার সিএনজি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৮-১ টাকা ৯ পয়সায়। নয়ডা এবং গাজিয়াবাদে এক কেজি সিএনজি-র দাম বেড়ে ৮-৯ টাকা ৭০ পয়সা হয়েছে। সিএনজি-র দামও ১৫ মে-র পর থেকে এই নিয়ে পর পর তিন বার বাড়ল।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা খাড়গের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মে : পেট্রোল-ডিজেল-সহ জ্বালানির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও সাধারণ মানুষকে কোনও স্বস্তি না দিয়ে কেন্দ্র বারবার জ্বালানির দাম বাড়িয়ে চলেছে।শনিবার সমাজমাধ্যম ‘ এক্স’করা পোস্টে খাড়গে দাবি করেন, গত দশ দিনের মধ্যে তৃতীয়বার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সরকার তুলনা টেনে বলছে ভারতে জ্বালানির দাম অন্য অনেক দেশের তুলনায় কম, কিন্তু বাস্তবে সংকটের সময়ে বথ দেশে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে কর কমিয়েছে ও ভর্ত্তিকি ঘোষণা করেছেকংগ্রেস সভাপতির দাবি,



পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের মতো দেশ জ্বালানির উপর কর কমিয়ে বা ভত্তুকি দিয়ে নাগরিকদের সাহায্য করেছে। অথচ ভারতে উল্টো পথে

হাঁটা হচ্ছে।খাড়গে বলেন, মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব শুধু জ্বালানিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরিবহণ খরচ বাড়ার ফলে খাদ্যপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামও বাড়বে। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে মধ্যবিত্ত, কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী ও নিম্ন আয়ের

চিন আফ্রিকার দেশগুলির জন্য শূন্য-শুল্ক নীতি বজায় রাখবেঃচিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মেঃ আফ্রিকার দেশগুলির জন্য ‘জিরো-চ্যারিফ বা শূন্য-শুল্ক নীতি চালু রাখার কথা ঘোষণা করলেন ভারতে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং। শনিবার সমাজমাধ্যম ‘এক্স’ দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, sss আফ্রিকা ন দেশের সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সকলকে স্বেচ্ছায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানকারী প্রথম বৃহ অর্থনীতি হল চিন।রাষ্ট্রদূত বলেন, এই জিরো-চ্যারিফ নীতি চিন-আফ্রিকা সম্পর্কের বৃহত্তর সহযোগিতামূলক কাঠামোর অংশ। তাঁর মতে, চিন ও

আফ্রিকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আন্তরিকতা, বাস্তব ফলাফল, বন্ধুত্ব, সদিচ্ছা, জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং যৌথ উন্নয়নের ভিত্তিতে।তিনি আরও জানান, আফ্রি কার দেশগুলির সঙ্গে যৌথ উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অব্যাহত রাখবে চিন। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি, স্থিতিশীল এবং পূর্বানুমানযোগ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ও গড়ে তোলা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি বলে মনে করা হয়।

এওএ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডার অনুমোদন পেল না সুইগি



নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অনলাইন খাদ্য ও পানীয় সরবরাহকারী সংস্থা সুইগি তাদের কোম্পানি গঠনের নিয়মাবলি বা আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন (এওএ) পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডার অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে সংস্থাটি নিজেদের ‘ ইন্টিগ্রেড ওনড আন্ড কন্ট্রোলড কোম্পানি’ (আইওসিসি) হিসেবে যোগ্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল।শেয়ার বাজারে সূত্রে জানা গেছে, এওএ সংশোধনের প্রস্তাবে ৭২.৩৫ শতাংশ শেয়ারহোল্ডারের সন্দেশ আলাচনা চালিয়ে যাবে এবং ইতিবাচক ফলের দিকে এগোবে।উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (ফেমা) অনুযায়ী, এওএ সংস্াকে ভারতীয় মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তখনই, যখন সংস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় নাগরিক বা যোগ্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। পরিচালন পর্ষদের গঠন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও সেই নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয় খবর সূত্র থেকে জানা যায় ।

কাছাড়ে পুলিশি অভিানে হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

শিলার (অসম), ২৩ মে :গক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২১ গ্রাম হেরোইন এবং ১০ হাজার ইয়াবা চ্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদক পাচারের অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে নদীপথে মাদক পাচারের তথ্য পেয়ে স্ত্রক্ৰবার গভীর রাতে কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর এলাকায় বরাক নদীতে একটি যান্ত্রিক নৌকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন এবং ইয়াবা চ্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।নিজের অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তপ্রিশু শর্মা এ খবর দিয়ে

গরম থেকে রেহাই পেতে কাশ্মীরমুখী পর্যটকরা, মনোরম আবহাওয়ায় জমে উঠেছে শ্রীনগর

শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মেঃ দেশের একাধিক রাজ্যে যখন তীব্র গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ, কোথাও কোথাও আবার তাপপ্রবাহের জেরে বিপবস্তু জনজীবন, ঠিক সেই সময় স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। উপত্যকাজুড়ে এখন মনোরম আবহাওয়া, সঙ্গে রয়েছে হালকা ঠান্ডার আমেজ। আর সেই আনন্দামদায়ক পরিবেশ উপভোগ করতেই বিপুল সংখ্যক পর্যটক ভি। জমাচ্ছেন শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে।শনিবার সকাল থেকেই শ্রীনগরের আকাশ ছিল মেঘলা। মাঝে মধ্যেই হালকা বৃষ্টিপাত হয় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই বৃষ্টির পর আরও মোহমগ্ন হয়ে ওঠে ডাল লেক সংলগ্ন এলাকা। লেকের উপর ভেসে থাকা শিকারী, চারপাশে পাহাড়ের শাখি এবং ঠান্ডা আবহাওয়া যেন পর্যটকদের কাছে অন্য এক অনুভূতি এনে দেয়। দেশের সমতল অঞ্চলের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে বহু মানুষ এখন কাশ্মীরকেই বেছে নিচ্ছেন গ্রীষ্মকালীন অবকাশের অন্যতম



সেরা ঠিকানা হিসেবোহান্নারী পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখেও এখন হাসি ফুটেছে। হোটেল, হাউসবোট, ট্যাক্সি পরিষেবা থেকে শুরু করে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরাও পর্যটকদের আনগোনার চাপা হয়ে উঠেছেন। পর্যটকদের ভিড়ে শ্রীনগরের বাজার এলাকা গুলিতেও এখন যথেষ্ট ব্যস্ততা চোখে পড়ছে। বিশেষ করে ডাল লেক, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও

এবং সোনমার্গে পর্যটকদের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে।হিমুদ্বস্থান সমাচারের মশুমুখি হয়ে এক পর্যটক বলেন, সমতলের বিভিন্ন জায়গায় এখন তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুইছুই। সেখানে শ্রীনগরে এসে একেবারে অন্যরকম আবহাওয়া পাচ্ছি। এখানে ঠান্ডা হওয়া বইছে, বৃষ্টি ঝেঁপে, অনেক গরম পোশাক পরে ঘুরছেন। সতিই অসাধারণ অনুভূতি। আরও

মানুষের উপরাতিনি আরও উল্লেখ করেন, গত এক মাসে একাধিকবার পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি ও এলপিজির দাম বাড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ১ মে বাণিজ্যিক এলপিজির দাম প্রায় এক হাজার টাকা বা্যানো হয়েছিল। পরে ১৫ মে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটারপিছু ৩ টাকা এবং সিএনজির দাম কিলোগ্রামপিছু ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। এরপর ১৮ মে আবারও মূল্যবৃদ্ধি করা হয়।শনিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটারপিছু ৯৯.৫১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৪৯ টাকায় পৌঁছেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জ্বালানির উপর কর কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন খাড়গে। খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজ ।

সিবিএসই-র ত্রিভাষা নীতিকে চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে, আগামী সপ্তাহে শুনানি



নয়াদিল্লি, ২৩ মে : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর নতুন ত্রিভাষা নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করেন প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি আদালতে জানান, সিবিএসই-র নতুন ত্রিভাষা নীতিতে নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত দু’টি ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওই তিনটি ভাষার মধ্যে অন্তত দু’টি

ভারতীয় ভাষা থাকা আবশ্যিক।রোহতগির বক্তব্য, হঠাৎ করে নবম শ্রেণির পড়ায়দের উপর অতিরিক্ত দু’টি ভাষা শেখার চাপ সৃষ্টি হলে তাদের দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়তে পারে। তিনি বলেন, পড়ুয়ারা হঠাৎ করে দু’টি নতুন ভাষা কীভাবে শিখবে এবং দশম শ্রেণিতে তার পরীক্ষা দেবে? এতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা়া পড়তে হবে।আদালতে আরও জানানো হয়, আগামী ১ জুলাই থেকে এই নীতি কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইবোলা সতর্কতাঃডিআর কঙ্গো বিশ্বকাপ স্কোয়াডকে আমেরিকাতে প্রবেশের আগে ২১ দিনের জন্য আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে

নিউ ইয়র্ক , ২৩ মেঃ আফ্রিকান ডিআর কঙ্গোতে প্রাণঘাতী ইবোলা প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশটির বিশ্বকাপ স্কোয়াডকে আমেরিকাতে আপাতত প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমেরিকায় প্রবেশের আগে ২১ দিনের জন্য আইসোলেশনে থাকতে হবে বলে শুক্রবার কতৃপক্ষ জানিয়েছে।বিশ্বকাপের জন্য গঠিত হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি বলেছেন যে, মার্কিন কর্মকর্তারা কিফা, কঙ্গো আর্মিয়ার দল এবং কিনশাসা সরকারকে জানিয়েছেন যে দলটি বেলজিয়ামে একটি ‘বাবল’-এর

মধ্যে থাকবে, যিখানে শেলোয়াদরা বর্তমানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।আমরা কঙ্গোকে খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, ১১ জুন হিউস্টনে আসার আগে তাদের ২১ দিন ধরে নিজেদের সুক্ষ্ম বলয়ের অঞ্চলত বজায় রাখতে হবে, অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি বলেছেন।সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন,আমরা কঙ্গো সরকারকেও খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, তাদের অবশ্যই এই সুক্ষ্মা বলয়টি বজায় রাখতে হবে, অন্যথায় তারা আমেরিকাতে ভ্রমণ করতে না পারার ঝুঁকিতে পড়বে। আমরা এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারি না।

মুর্শিদাবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঞ্চে ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে

বহরমপুর, ২৩ মে : মুর্শিদাবাদ জেলার কাপ্দি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঞ্চে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে আচমকা ওই ব্যাঞ্চটিতে আগুন লেগে যাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ক্রত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দু’টি

ইঞ্জিন এবং দীর্ঘ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট-সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে অগ্নিকাণ্ডের পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যাঞ্চে ভেতরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বা সম্পত্তির

রোজগার মেলায় নবনিযুক্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মে :বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর ও সংস্থায় চাকরিতে নবনিযুক্ত ৫১,০০০-এর বেশি যুবক-যুবতীকে শনিবার উর্নবিংশতিতম রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলা এগারোটায় ডিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং এদিন বলেন, রোজগার মেলায় ফলে শুধু সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সংখ্যাই বাড়েনি, বরং নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতাও এসেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময়সীমা বা ডেডলাইনের শৃঙ্খলাও বেড়েছে। নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি প্রার্থীদের আস্থাও বেড়েছে। এটাও দেখা গেছে যে, এই রোজগার মেলায় মাথামে নিযুক্ত প্রার্থীদের মেধা উন্নত মানের হয়েছে।চাকরি প্রদানকে অগ্রাধিকার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতার প্রতি সঙ্গতি রেখে এই রোজগার মেলায় আয়োজনা। দেশজুড়ে এর আগে ১৮টি রোজগার মেলায় মধ্যে দিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। শনিবার দেশজুড়ে ৪৭টি জায়গাতে ১৯-তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি প্রাপকরা রেলমন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা দফতর এবং উচ্চশিক্ষা দফতরে কাজে যোগ দেনেন।

নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যের অনেক বদনাম হয়েছেঃশুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৩ মেঃ শিয়ালদহে সরকারি উদ্যোগে রোজগার মেলায় আয়োজন করা হয়েছে। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শনিবার শিয়ালদহে রোজগার মেলা থেকে রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ‘নিয়োগ দুর্নীতিতে অনেক বদনাম নিয়ে অনেক আশা বছরে সব ধরং ভাবমূর্তির বাইরে বেরা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে শুভেন্দু। তিনি বলেন, অধিবেশনে নিয়োগ নিয়ে নতুন আইন ঘোষণা হবে। নতুন প্রজন্মের স্বপ্নপূরণের চেষ্টা চলছে।’ এ দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে পরীক্ষার নেতৃত্ব নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘ রাজ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রেগুলিও কলুষিত হয়েছে। সেই কারণে রেলের পরীক্ষাগুলি পশ্চিমবঙ্গে নেওয়া হিচ্ছিল না।’শিয়ালদহের রোজগার মেলা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘স্বচ্ছতার সঙ্গে মেধাবীর্ষের চাকরির সুযোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগিতব্য সর্বত্র প্রশংসিত।’ এ ছাড়াও এ দিন তিনি ওএমআর দুর্নীতি দিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ওএমআর-এর সঙ্গে কার্নকপি জমা নেওয়া খারাপ প্রাক্টিস। ওএমআর-এর কার্নকপি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দেওয়া উচিত। আমরা চাই মৌখিক নম্বর কিছটা কমায়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হোক রাজ্যে।’খবর সূত্র থেকে আজকে জানা গিয়েছে মনে হয় ।

সস্ত্রীক কলকাতায় মার্কে রুবিয়ো, প্রথমে গিয়েছিলেন মাদার হাউসে



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৩ মে : আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কে রুবিয়ো কলকাতা সফরে এড়িয়েলেন। শনিবার সকালে সস্ত্রীক কলকাতা প্রথমে বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে সোজা যান তালতলার মাদার হাউসে। সেখানে ঘটনাক্রমেক থাকার পর রুবিয়ো যান নির্মলা শিশুসভবনে। এর পর কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন রুবিয়ো। সেখানে গিয়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন।উল্লেখ্য, ভারত সফরের শেষ দিনে অর্থাৎ, ২৬ মে কোম্বোরে বৈঠকে যোগ দেনেন রুবিয়ো। তাঁর ভারত সফরে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ওই বৈঠক। কোম্বাডের সদস্য দেশ অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং, জাপানের বিদেশমন্ত্রী মোটেগি তাশিমিসুস্ সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এং জয়শঙ্করও সেই বৈঠকে থাকবেন খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে মনে হয়।

ফের মহার্ঘ পেট্রোল ও ডিজেল, ১০-দিনের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মে : ফের মহার্ঘ পেট্রোল ও ডিজেল। বিগত ১০-দিনের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার বাড়ল দুই জ্বালানির দাম। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ৯.১ পয়সা ও পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮.৭ পয়সা বেড়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় সংস্হাতের আবহে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মধ্যবিত্তের পকেটেও টান পড়ছে।দিল্লিতে ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৯.২.৪৯ টাকা ও পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯.৯.৫১ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৯.৪ পয়সা। তার ফলে শনিবার থেকে এক লিটার পেট্রোল কিনতে হচ্ছে ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা দিয়ে। এ ছাড়া, কলকাতায় ডিজেলের দাম ৯.৫ পয়সা করে বেড়ে গিয়েছে। ফলে নতুন দাম হয়েছে ৯.৭ টাকা ২ পয়সা প্রতি লিটার।

গরু পাচারের অভিযোগে দুই ধৃত, আদালতে পেশ

আরামবাগ, ২৩ মে :গরু পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করল পুরস্কা থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরবেলায় নিয়মিত টহলপারির সময় একটি পিকআপ ভানকে সন্দেহজনকভাবে কয়েকটি গরু নিয়ে যেতে দেখা যায়। এরপর পুলিশ গাড়িটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়।জিজ্ঞাসাবাদের সময় গাড়িতে থাকা গরুগুলির বৈধ নথিপত্র দেখাতে বলা হলে চালক ও তার সহযোগী কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। এরপর পুলিশ গাড়িহ গরুগুলিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।পুলিশের দাবি, গরু চুরার রোয়ে করুা নজরদারির অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রায়শ মানমা রকু করা হয়েছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গরুগুলির উৎস ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হিচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা রাশিফল

মেসঃআজ মেঘ রাশির জন্য দিনটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আসবে। আজকে আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কিছু অস্বস্তি অনুভব হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই ঐর্ষ ধরুন এবং সবার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃ আপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন।

মিথুনঃ আজকের দিনটা খুবই আনন্দদায়ক আর ইতিবাচক হবে। আপনার পার্সোনালিটি আজ উজ্জ্বল হবে, আর মানুষ আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। আজকের দিনটা মেলোমেশা ও যোগাযোগ-এর জন্য। কর্কট রাশি :একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। সিংহঃআজকের দিনটা আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার মনে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। শুভদিন। দিয়ে কল্যাঃএকটি আর্থি শরীরচর্চা নিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন- এটিকে প্রতিদিনের অঙ্গ হিসেবে ফেলুন এবং এটিতে লেগে থাকার চেষ্টা করুন।

বৃষসায়ীদের আজ তাদের বাগিচার ক্ষতি হতে পারে। আর্থিক জটোর ক্ষতি হতে পারে। তুলাঃআজকের দিনটা তুলার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে ভরা থাকবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনাকে দুর্ভিক্ষের ফেলতে পারে। আপনি অনিরাপদ বোধ করতে পারেন, যা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। নিজের অনুভূতি বোঝা আর সামালানো খুবই জরুরী। প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলুন আর আপনার ভাবনা ভাগ করে নিন, এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে। প্রেম আসতে পারে আজকে।

বৃশ্চিকঃ অজস্র স্মার্টফোনে আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ইতিবাচকিত্ব দূর্বল করতে পারে। চিন্তাশক্তি মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে রোগের সাথে লড়াই করতে উসাহিত করুন। ধনঃ আজ ধনুদের জন্য কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার চারপাশের পরিস্থিতি একটি চিন্তার হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পৃখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিভ্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। প্রেম আসবে। কুন্তঃ আজকের দিনটা কুন্তের জন্য বিশেষভাবে আনন্দদায়ক আর উত্তেজনকর হবে। আপনি আজ আপনার সোশ্যাল কানেকশনগুলো বাড়ানোর জন্য এবং নতুন বন্ধু বানানোর জন্য উৎসাহিত বোধ করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে মীনঃআপনার ব্যক্তিগত আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

আবহাওয়া

হাঁসফাঁস গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী। বৃষ্টি হলেও মিলছে না স্বস্তি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত আবহাওয়া পরিবর্তনের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছিই রয়েছে। তবে বাতাসে আর্দ্রতার কারণে বাড়ছে অস্বস্তি।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে। সেই সঙ্গে দি জববে কলকাতাও দক্ষিণের জেলাগুলিতে ব্ত্রীর পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার জেরে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। তবে তার জন্য আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তবে ঝড়বৃষ্টির কারণে তার পরের দুদিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি নামতে পারে পাদদ। কলকাতায় শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৯ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দফত্রে সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪১মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৯মিনিটে। ভাটা-বেলা ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৫ টা ০১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত্যাবে আজ ৬টা ১২মিনিটে হতে পারে।

নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী



দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা শহরে ৭ দিনের এক বিশেষ প্রদর্শনী; ‘আমাদের দেব না ভুলিতে’-র সূচনা হলো। শনিবার জয়ান্ট (কলকাতা)-এর উদ্যোগে যোগেন চৌধুরী সেন্টার ফর আর্টস-এর সূনয়নী চিহ্নশালা ও চিত্রপ্রসাদ গ্যালারিতে এই নান্দনিক আয়োজনের সূচনা হয়েছে। আগামী ৩০ মে পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী।

দর্শকদের জন্য প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত গ্যালারির দরজা খোলা থাকবে। সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীতে নজরুলের আক্ষর, দুর্ভাব আলোকচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, ঢাকচিটকি, বিশেষ মুঠো ও দেশলাই বাস্মা থেকে গুরু করে প্রথম সংস্করণের বহু মূল্যবান গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। দুই বাংলার বিশিষ্ট সংগ্রাহকদের অমূল্য সংগ্রহ দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা প্রদর্শনীটি। তবে এর প্রধান আকর্ষণ হলো কবির স্বকণ্ঠে গাওয়া গান ও কবিতার রেকর্ড। পাশাপাশি নজরুল-প্রভাবিত চিত্রকলা, লাইভ পেন্টিং এবং নানা শিল্পমাধ্যমের সাহায্যে কবিকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রদর্শনীর কিউরেটর সোমশতা মল্লিক জানান, তরুণ প্রজন্মের কাছে নজরুলের জীবন, আদর্শ ও সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে পৌঁছে দিতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। প্রদর্শনী চলাকালীন প্রতিদিন নজরুল আজডা, কুইজ, শব্দবাজি এবং গ্রামোফোনে সরাসরি নজরুল সঙ্গীত শোনার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।

হিন্দুস্থান সামাচার / শুভদ্যুতি দত্ত

সমবায়ে দুর্নীতিতে ‘শূন্য সহনশীলতা’, কড়া বার্তা নতুন মন্ত্রীর



দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : ধরপাকড়া সমবায় দফতরে দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়ম নিয়ে কড়া অবস্থানের বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অশোক কীর্তিনায়। শুক্রবার দফতরের প্রথম বৈঠকেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, – “দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনও রকম বরদাস্ত করা হবে না। যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে, সেখানে সমস্ত স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”এদিকে সুচরের খবর, এ দিনের বৈঠকে ভাট্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন রেল্লি অফিসার, দফতরের সচিব, যুগ্মসচিব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকেরা। বৈঠকে সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক লেনদেন, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান, কো-অপারেটিভ সোসাইটি আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা ফেরতও নেওয়া হবে। তার কথায়, “কৃষকদের সঙ্গে কোনও রকম প্রতারণা চলবে না।” বৈঠকে তিনি আরও দাবি করেন, গত ১৫ বছরে সমবায় দফতরকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের কৃষকদের কাছে পৌঁছায়নি। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় সচিবের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন যে, – “প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন, এই দফতরের কাজগুলি সম্পূর্ণ আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে গুরু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই দফতর চালাতে হবে।” একই সঙ্গে অতীতে সমবায় সংস্থাগুলিতে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, – “গত ১৫ বছরে বিভিন্ন সমবায়ের টাকা যারা লুট করে খেয়েছেন, তারা ভদ্র ভাবে টাকা ফিরিয়ে দিন।” ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সংস্থার অর্থ তছরূপের ঘটনোগুলির নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত তদন্ত হবে বলেও তিনি সতর্ক করেছেন। যদিও বিরোধীদের একাংশের দাবি, নতুন করে দুর্নীতি বাস্তবায়ি করা বন্ধ করা হলেও ব্যবস্বে কতটা পদক্ষেপ করা হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, দফতরের প্রথম বৈঠকেই সচিবের বার্তা দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিলেন মন্ত্রী। খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের সচিব কৃষ্ণ গুপ্ত, দফতরের বিশেষ সচিব শান্তনু দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘খোলসে ঢুকে থাকুন’, কচ্ছপ দিবসে কাকে বার্তা?

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : নির্বাচনে বড়সড় বিপর্যয়ের পর থেকে তৃণমূলের দিকে নজর রয়েছে সব মহলের। কোনও নেতার গলায় আক্ষেপ, কোনও নেতার গলায় বিদ্রোহের সুর। কেউ কেউ আবার সব অতীত ভুলে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগ্ধা গরে দিচ্ছেন। এই আবহেই ইঙ্গিতবাহী পোস্ট কৃণাল যোবের। কচ্ছপের ছবি পোস্ট করে একটি বার্তা দিয়েছেন কৃণাল যোষ। বিশ্ব কচ্ছপ দিবস হিসেবে এই পোস্ট করেছেন তিনি। তবে তার পোস্টটির পিছনে অন্য ইঙ্গিত পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কৃণাল লিখেছেন, ‘কচ্ছপদের ভালো রাখুন। ওরা দীর্ঘদিন বাঁচে, অনেক বয়স পর্যন্ত। সিনিয়রটিকে সম্মান দিয়ে চলুন। তাঁদের দেখে শিশুন। খোলসটা ব্যবহার করুন।’ ঝামেলা দেখালে খোলসে ঢুকে থাকুন। খোলসের ভিতর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করুন। বাইরের ঝামেলা একটু কমলে খোলস থেকে বেরন। আগে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিন কোন দিকে হাটবেন। তারপর সুবিধেমতো চলুন।’ বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃণাল দলের একাংশকেই বার্তা দিতে চেয়েছেন। যে সব নেতা-নেত্রীরা হারের পর চূপ করে আছেন, কোনও বিষয়েই মুখ খুলছেন না, তারা কি



পছন্দ করি। ওদের একটি স্টাইল আছে। চারপাশের আবহাওয়া দেখে, গোলমাল বেড়ে গেলে খোলসের ভিতর ঢুকে যায়। আবার টাইম মতো উকি মেরে দেখে বেরিয়ে আসে। ওদের এই যে লাইফস্টাইল, এই যে জীবন দর্শন, সেটা শেখার মতো।’ বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ‘উনি অনেক বড় কেউ নন, যে তাঁর পোস্ট নিয়ে ভাব সম্প্রসারণ করতে হবে। মানুষের এসব নিয়ে কোনও কৌতূহলও নেই।’

‘যাঁদের রাজনৈতিক বেড়ে ওঠা কংগ্রেসে...’, তৃণমূলের ‘মুষণ পর্বের’ মাঝে পুরনোদের আহ্বান শুভঙ্করের

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : ৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এখন ‘মুষণ পর্ব’ শুরু হয়েছে। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব; দলের অন্তরেই ক্ষোভ ও ভাতনের চোরাবোত এখন প্রতিদিন প্রকাশ্যে আসছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এবার রাজ্য হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া প্রদেশ কংগ্রেস। দলবদলের এই আবহে কার্যত ঢাকঢোল পিটিয়ে ‘ঘর ওয়াপসি’-র ডাক দিল বিধান ভবন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং দলের এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মির স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যাঁরা কোনও এক সময় কংগ্রেসে ছিলেন, তাঁদের সকলের জন্য দলের দরজা চুড়চু করে খোলা রয়েছে। ভোটার ফলপ্রসারের পর দিল্লির রাজনৈতিক সমীকরণ অবশ্য অন্য মাত্রা পেয়েছিল। কং্রে এসেই শীর্ষ নেতৃত্ব তথা রাহুল গান্ধী ও সনিয়া গান্ধী স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোটে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন। এরপর কলকাতায় প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে এসে তৃণমূলনেত্রীও ‘ইতিয়া’ (জঙ্ঘম স্বল্পত্ব) জোটকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেন এবং মৌদী সরকারকে রুখতে ‘ফ্রি বার্ড’ বা মুক্ত বিহঙ্গের মতো পরিশ্রম করার বার্তা দেন। তবে সবচেয়ে তাৎপ্প পর্যপূর্ণ বিষয় ছিল, ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেছিলেন, ‘এটা ভবিষ্যতের কৌশলগত ব্যাপার। এখানে উত্তর হবে না।’ তৃণমূলনেত্রীর এই রহস্যময় মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মমতার সেই মন্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের এই প্রকাশ্য আহ্বান অত্যন্ত অর্থবহ বলে মনে করছে ওপাকিবহাল মহল। এদিন এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মির বলেন, আঁদের জন্ম কংগ্রেসে, কংগ্রেসে যাঁদের চোখ ফুটেছে এবং যাঁরা এই দলের আদর্শে বড় হয়েছেন,

বকরি ইদের ছুটিতে কাটছাঁট

কর্মসংস্কৃতিতে জোর নতুন রাজ্য সরকারের

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক বদলের ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। এবার সরকারি ছুটিতালিকাতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যেমিহত বকরি ইদের দুদিনের ছুটি বাতিল করে নতুন করে বিজপ্তি জারি করল বর্তমান রাজ্য সরকার। নতুন তালিকা অনুযায়ী, বকরি ইদ উপলক্ষে আর দুর্দিন নয়, মাত্র একদিনই সরকারি ছুটি থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২৮ মে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বছরের শুরুতেই রাজ্য সরকারের বাকরি ইদের সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেই তালিকার বকরি ইদের জন্য ২৬ ও ২৭ মে দুদিন ছুটির কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু চলতি মাসে সরকার বদলের পর সেই পুরনো নির্দেশিকা বাতিল করে নতুন বিজপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শনিবার প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ২৬ ও ২৭ মে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চলবে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পি কে মিশ্র এই নতুন বিজপ্তি জারি করেছেন। নতুন

সরকারের তরফে শুরু থেকেই সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, প্রশাসনে আর ফাঁকিবাঁজি বা অতিরিক্ত ছুটির সংস্কৃতি চলবে না। সাধারণ মানুষের পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে সরকারি কর্মীদের নিষ্কৃতি মান্য মেনে কাজ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে কর্মীদের অফিসে প্রবেশ করতে হবে এবং বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে বের হওয়া যাবে না। অর্থাৎ প্রতিদিন বাধ্যতায় লকডাউমে সাত ঘণ্টা কাজ নিশ্চিত করতে চাইছে সরকার। এই পরিস্থিতিতে বকরি ইদের ছুটি কমানোর সিদ্ধান্তকে প্রশাসনিক কড়াকড়িরই অংশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে সরকারি কর্মীদের মধ্যেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠছে, দুর্গাপূজার মতো বড় উৎসবের দীর্ঘ ছুটিতেও ভবিষ্যতে কাটছাঁট করা হবে কি না। এখন সেই দিকেই নজর রাজ্য প্রশাসনিক মহলের।

২০০০ টাকার ওষুধ পাবেন ২০০ টাকায়, বাংলায় বড় ঘোষণা, কীভাবে পাবেন এই সুবিধা

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ সামনে এসেছে তৃণমূল সরকারের সামনে। আরজি কর-কাণ্ডের সেই সব অভিযোগ আরও প্রকট হয়। আর ক্ষমতায় এসেই সেই স্বাস্থ্যের খোলসখণ্ডে বন্লাতে উদ্‌যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক বড় ঘোষণা করলেন তিনি। সন্তায় মিলবে ওষুধ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি প্রকল্পের ৪৬৯টি সেন্টার চালু হবে রাজ্যে। রুক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত এই যোগ্যতার সুবিধা পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একজনের পরিবার যদি মাসে ২০০০ টাকার ওষুধ লাগে, এই সেন্টারগুলি চালু হলে সেই খরচ ২০০ টাকায় নেমে আসবে। পাঁচগুণ বেনিফিট মিলবে।’ এছাড়া, অমৃত প্রকল্পের



আওতায় দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধের ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। কী এই জনৌষধি প্রকল্প সন্তায় ওষুধ বিক্রির উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই জনৌষধি যোজনার সেন্টার খুলেছে। দেশে জুড়ে ১৮০০০ জনৌষধি কেন্দ্র আছে। ২০২৭-এর মধ্যে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ২৫,০০০ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। জনৌষধি কেন্দ্র গড়তে মহিলা, এসসি-এসটি অসুভূক্তদের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনসেন্টিভ দেয় কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রে জনৌষধি সুবিধা স্যানিটারি ন্যাপকিন মেলে ১ টাকায়। এই যোজনার কেন্দ্র বাড়ানো হওয়ার ঘোষণায় খুশি সাধারণ মানুষ। তারা বলেন, যেভাবে ওষুধের দাম বাড়ছে, তাতে ছাড় পেলে সুবিধাই হয়। বহু পরিবারেই এখন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা রয়েছে, ফলে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। সে ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রগুলি থেকে সন্তায় ওষুধ পেলে সুবিধাই হবে।

কয়লা পাচার তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি, তলব বৃদবৃদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ফের জোরদার হল কয়লা পাচার তদন্ত। বর্ধদন ধরে ভ্রমিত হয়ে থাকা তদন্তে গতিম করে সক্রিয় হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার বৃদবৃদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল ইডি। শুধু তিনিই নয়, কয়লা পাচার মামলায় শহরের একাধিক ব্যবসায়ীও উঠে এসেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে। তদন্তকারীরা কৃষ্ণ কয়লা, রীতৈশ্ব সিং, লোকেশ সিং, যুধিষ্ঠি ঘোষ এবং নরেন্দ্র না রক-সহ প্রায় এক ডজন ব্যবসায়ীকে আগামী সপ্তাহে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার চক্রের আর্থিক লেনদেনে ও প্রশাসনিক যোগালাপের বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই এই নতুন তলব। এর আগেও একাধিকবার মনোরঞ্জন মণ্ডলকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনওরকমি তিনি হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। সেই কারণেই ফের তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ কয়লা পাচারের পেছনে একটি সুসংগঠিত সিন্ডিকেট কাজ করত, যেখানে পুলিশ ও মাফিয়াদের যোগসাজশ ছিল স্পষ্ট। কলকাতায় দায়ের হওয়া কয়লা পাচার মামলার তদন্তে আদালতে জমা দেওয়া রিপোর্টে ইডি উল্লেখ করেছিল, বৃদবৃদ থানার ওসি থাকাকালীন মনোরঞ্জন মণ্ডলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ টাকা ঢুকেছিল।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, কয়লা পাচারকারীদের থেকে নিয়মিত ঘুষ নেওয়া হত এবং বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে সেই টাকা পৌঁছে যেত তাঁর কাছে। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ট্রানজ্যাকশন আইডি এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য তুলে বরা বরা হয়েছিল। তদন্তকারীদের মতে, ওই অর্থেই উৎস এবং লেনদেনের ধরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক। বারবার হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগে চলতি বছরের মার্চ মাসে দুর্গাপুরে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেও অভিযান চালায় ইডি। তবে সেই সময় বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে তদন্তকারীরা দায়ের নোটিস সাটিয়ে ফিরে যান। উল্লেখযোগ্যভাবে, দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করেই ২০২৪ সালে মনোরঞ্জন মণ্ডলকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে ছিলেন। এদিকে গত সপ্তাহেই কলকাতার ব্যবসায়ী সোনা পাণ্ডুর ভরগাণা মামলায় ইরিব হাভে প্রেগ্রায় হয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। জমি প্রতারণা কাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাদের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টার জোরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কয়লা পাচার মামলায় ফের এক পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে তদন্তে সক্রিয় হয়ে উঠল ইডি। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে এই নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শান্তনু বিশ্বাসের কান্দির বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তুতি ইডির

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ মে : ৬ বছরচিত ‘সোনা পদ্ম’ মামলায় এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর নজরে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। মুর্শিদাবাদের কান্দিতে অবস্থিত এই প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের পৈতৃক বাড়িটি এবার বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার ইডির একটি দল ওই বাড়ির তালু ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং ম্যারামথন তল্লাশি চালায়। একই দিনে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তেও অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই কোজি সোনা, নগদ টাকা, মোবাইল ফোন এবং সম্পত্তির বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার ইডির সূত্র মারফত জানা গেছে, শান্তনু বিশ্বাসের কান্দির বাড়ির সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই বিপুল সম্পত্তির উৎস খতিয়ে দেখে এবার বাড়িটি সিল বা বাজেয়াপ্ত করার আইনি প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস একসময় কলকাতা পুলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালীঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (এসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কান্দি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁদের এই পৈতৃক বাড়িটি আগে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে রাস্তারাদি সেটিকে একটি আশিানান প্রাঙ্গণে পরিণত করা হয়। উল্লেখ্য, শান্তনুর বোনা গৌরী সিনহা বিশ্বাস কান্দি পৌরসভার তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সহ চেয়ারম্যারসন। শান্তনুর গ্রেফতারির পর থেকেই এই বিলাসবহুল বাড়িটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। শুক্রবার ইডির আধিকারিকরা কলকাতার কনাবা এলাকায় কলকাতা পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টরের বাড়ি এবং চক্রবেড়িয়ায় ব্যবসায়ী অতুল কাটারিয়ার আবাসেও চিহ্ননি তল্লাশি চালান। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, এই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গেই সোনা পন্ধুর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এছাড়া রায়ড স্ট্রিট-সহ কলকাতার মোট ৯টি জায়গায় শুক্রবার একযোগে অভিযান চালানো হয়। ইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাত্র এক দিনের এই অভিযানে প্রায় দুই কোজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি নগদ ১০ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাট এবং তথ্য মুছে ফেলা (ডিলিট) হয়েছিল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সেই সমস্ত তথ্য পুনরুদ্ধার (রিকভার) করার চেষ্টা চলছে। এই চক্রের শিকড় কতদূর তা জানতে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ জারি রয়েছে। উল্লেখ্য, কসবার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদারও এরফে সোনা পন্ধুরে কেন্দ্রস্থলি আগেই গ্রেফতার করে ভিি। তাঁর বিরুদ্ধে মূলত সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে, ছদ্মকি দিয়ে নামমাত্র মূল্যে জমি ও সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার মারায়ুক্ত অভিযোগ রয়েছে।

এবার বুলডোজারের ছবি হাতে রাস্তায় বিজেপি বিধায়ক

দূরস্তবর্তা, প্রীতম সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটী, ২৩ মে : ‘আমি কাউকে ছাড়বো না আমার পয়সা করি লাগবে না আমার ফ্র্যাটও লাগবেনা আমার ঠাকুর দাদা আমাকে অনেক দিয়ে গেছেদ অবৈধভাবে নির্মাণ হলেই বুলডোজার চলতে দেখা গেছেওশুক্রবার কোম্পার বুলডোজার চলছে। বৈদ্যবাটি পৌরসভায় দাঁড়িয়েই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালানোর দলীপ সিং শনিবার বৈদ্যবাটি চৌমাথায় পোস্টার হাতে রাস্তায় নেমে পড়েন বিধায়ক। পোস্টারে লেখা আছে অবৈধ নির্মাণ হলেই বুলডোজার চলবে, নিচে বুলডোজারের ছবি। সেই পোস্টার পথ চলতি মানুষকে বলি করেন দলীপ সিং। কোথাও অবৈধ নির্মাণের কথা জানতে পারলে বিধায়ককে জানানোর কথা বলেন তিনি। বিধায়ক দলীপ সিং বলেন, মানুষ গাদা গাদা চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন আমায় আমায়। কোথাও পুকুর ভরাট করা হয়েছে কারোর বাড়ি জমি দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে, কোথাও পি ডব্লিউ ডি রাস্তার ওপর অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে তাই আমার বিধানসভার সকল মানুষকে এবং যারা অবৈধভাবে নির্মাণ করেছেন আমি অবৈধ নির্মাণেই কিন্তু বুলডোজার দিয়ে বাড়িগুলো ভাঙ্গা পড়বে। আর পুকুর ভরাট করে যেখানে বাড়ি করা হয়েছে তারা ধরা পড়লে সেই বাড়ি তো ভাঙা হয়েই তার সঙ্গে পুরো খনন করা হবে। কোথায় কি হচ্ছে আমি জানিনা কিন্তু আমি কাউকে ছাড়বোনা না আমার পয়সা করি লাগবে না আমার ফ্র্যাটও লাগবেনা আমার ঠাকুর দাদা আমাকে অনেক দিয়ে গেছে। মায়ের স্বার্থে এবং মৌদিজীর নেতৃত্বে আমি সং পথে কাজ করবো এবং যত বেতাইনি হয়েছে সবগুলো তদন্ত হবে।

উপড়ে ফেলা হচ্ছে তৃণমূল-রাজ! রাজনীতি ‘মুক্ত’ স্কুল, পরিচালন সমিতিতে শেষ কথা অভিভাকদের

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ মে : স্কুল থেকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে তৃণমূল রাজ। স্কুলে স্কুলে ভেঙে দেওয়া হয়েছে পরিচালন সমিতি। খবর এসেছিল সরকার বদলের ঠিক পরপরই। ঠিক হয়েছে এবার নির্বাচনের মাধ্যমে ফের স্কুলে ফিরবে পরিচালন সমিতি। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের নির্দেশ এসে পৌঁছেছে রাজ্যের কাছে। ন্যূনতম ১২ সদস্যের পরিচালন সমিতি থাকবে স্কুলে। প্রয়োজনে পরিচালন সমিতিতে থাকতে পারেন ২৫ জন সদস্য। অন্যদিকে প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতিতে থাকবেন ১৫ জন। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতিতে থাকবেন ২০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতিতে ২৫ জন। এই ২৫ জনের মধ্যে ১৮ জনই থাকবেন অভিভাবক। ২ জন থাকবেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সিদ্ধান্ত নেবে স্থানীয় প্রশাসন। বাকিদের তালিকায় থাকবেন থাকবেন স্থানীয় শিক্ষাবিদরা। এই সিদ্ধান্তেই আশাশ আলো দেখছেন শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। তারা বলেন, এতে অনেকাংশ রাজনীতি মুক্ত পরিচালন সমিতি তৈরি সম্ভব হবে। অভিভাবকদেরও ক্ষমতায়ন হবে। সমিতি হবে খোলনলচে ? অভিভাবকই হবেন চেয়ারপার্সন। আরও এক অভিভাবক হবেন ভাইস চেয়ারপার্সন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হবেন সদস্য সচিব। প্রত্যেককেই নির্বাচিত হতে হবে। কীভাবে কাজ করবে এই পরিচালন সমিতি? পরিচালন সমিতির মেয়াদ হবে ২ বছর। প্রধান শিক্ষক ছাড়া কোনও ব্যক্তি টানা দুটো টার্মে সমিতিতে থাকতে পারবেন না। প্রত্যেক মাসে বৈঠক করতে হবে পরিচালন সমিতিকে। বছরে একবার অভিভাবকদের নিয়ে বার্ষিক বৈঠক করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক মাসের মধ্যে গঠন করতে হবে পরিচালন সমিতি। প্রধান শিক্ষক সংগঠনের নেতা চন্দন মাইতি বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সামনে রেখে সবটা চলেে সাজানো হচ্ছে। যে ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা অতি দ্রুত রূপায়নের জন্য আবেদন জানান।’ যে সমস্যা এতদিন ছিল তা মিটে যাক আমরা চাই।’ শিক্ষক সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, তজাতীয় শিক্ষা নীতি চালু হলে সবার আগে পরিচালন সমিতিতে ছাপ পড়বে। আগে সরকার নিজেদের লোকেরের নিয়োগ করতেন। রাজনীতির লোকেরা থাকতো। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হচ্ছে পরিচালন সমিতিতে ৭৫ শতাংশই অভিভাবকরা থাকবেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই একজন প্রেসিডেন্ট হবেন। প্রধান শিক্ষকেরও গুরুত্ব থাকবে। তৃণমূল সরকারের আমলে যে কর্মটি হতো সেগুলো আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরি করা হতো। এখন যেটা হতে চলেছে তাহাই হবে দ শিক্ষক সংগঠনের নেতা কিংবদ অধিকারীও বলেন, ‘এই কর্মিটিগুলিতে যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না ঘটে। তাহলে কিন্তু কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যাবে। বাইরের কোনও ব্যক্তি যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি না করতে পারে দেখতে হবে।’

থানায় ডিউটিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ পুলিশের গাড়ির বেহাল দশা



দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৩ মে : সমাজের অতন্দ্র প্রহরী পুলিশ মানুষের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য তারা সব সময় কাজ করে। কিন্তু তাদের গাড়ি বেশির ভাগ গাড়ি যেগুলো ডিউটিতে ব্যবহৃত হয়। সেগুলোর বেহাল দশা। দীর্ঘদিনের পুরোনো গাড়ি। হয়তো নৌ ইফি লাইসেন্স ভোগ্রায় সেই সব গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জরুরী কালীন সময়ে আসামি ধরতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। কিন্তু নতুন গাড়ি না দেওয়াই দপ্তর থেকে একধকার ব্যধ্য হয়ে সেই গাড়ি ব্যবহার করছে পুলিশ।অন্যদিকে যে আবাসনে পুলিশ কর্মীরা থাকে। তার অবস্থা আরও বেহাল। দীর্ঘদিন হয়নি কোন সংস্থার ভোগ্রায় জড়াঞ্জীর্ণ দশা তদুক্তো পরিপ্রমের পর সেই সব আবাসনেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই থাকতে হচ্ছে পুলিশ কর্মী এবং তাদের পরিবারের লোককে।কিন্তু কেন এতদিন আগের সরকার এই সব ব্যাপারে নজর দেয়নি।এই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন? বিজেপির অভিযোগে তৃণমূল আমলে সব কিছুইই বেহাল দশা। চুরি দুর্নীতি ছাড়া কিছু হয়নি। তৃণমূলের দাবী এখন সরকার বিজেপির। তাই মেমোরোপ না করে কাজ করুক। গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ।

রেশনের চাল পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে এক



দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৩ মে : সরকারে পালাবদল হতেই খাদ্য মন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর রেশন দুর্নীতি রুখতে সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন। রেশনের চাল পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে এক ব্যক্তি। পলাতক রেশন ডিলার। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা অঞ্চলের ফতেপুর গ্রামের ঘটনা। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ জাহিরুল হক। অভিযুক্ত রেশন ডিলার চমৎকার মন্ডল। জাহিরুল তার গাড়ির চালক। রেশনে সাধারণ মানুষের বাদ্যকৃত চাল গাড়িতে করে পাচার করা হিছিল বিক্রির জন্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ হানা দিতেই প্রেপ্তার হয় জাহিরুল। যদিও রেশন ডিলার চমৎকার মন্ডল পলাতক। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭২ বস্তা চাল। ধৃতকে ইতিমধ্যেই চার্জশীট মনুফা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনা সামনে আসতেই দুর্নীতি রুখতে কঠোর বার্তা বিজেপির। পুলিশ প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা নিক দাবি তৃণমূলের।

ছোটবেলা থেকেই টিভিতে ‘জী বাংলা’তে দেখত ‘সা রে গা মা পা’

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ২৩ মে : সঙ্গীতময় পারিবারের মেয়ে সুপর্ণা ফ্রান্স ট থেকেই সঙ্গীত জীবনে পা রাখেন শান্তীয় সঙ্গীতের গুরু নিজেরই মামা সুশান্ত ভক্তের হাত ধরে। মা দীপিকা ঘোষ ও সঙ্গী শিল্পী। ছোট থেকেই বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অনুষ্ঠানে গান গাইতে যেতেন মামারই হাত ধরে। সুপর্ণার কথায় ছোট মামা হেমন্ত ভক্ত একজন তবলাবাদক এবং ইনস্ট্রুমেন্টাল বাদক। তাঁর ‘কুশালা ব্যাভ’ এবং ‘মীরা সঙ্গীত রেকর্ড’ নামে গানগুলো রয়েছে। তাঁর প্রথম সেরাভিৎ হয় ২০১৭ সালে তত্ত্বিও ৭দ-এর মাধ্যমে। মিডিক্স ডিসেক্টর সর্বশির্শের হাত ধরে মিডক্স ‘জিক ওয়াস্ত স্টুডিওতে কিংবদন্তি কুমার শানুর ‘সঙ্গে তাঁর প্রথম গান ‘তু সির্খ তু’ রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এরপর কুমার শানুর সঙ্গে ‘ইশক হ্যায় ও মেরা ইশক হ্যায়’ গানটি ‘অভিও ৭’-এর ব্যানারে রিলিজ হয়। সুপর্ণা জানানেন ২০১৮ সালে মুম্বাইয়ে ‘অভিও ৭’-এর সঙ্গে কাজ করি এবং কুনাল গাঞ্জওয়ালার সঙ্গে ‘মৌলা মেরো মৌলা’ গানটি করি। নিজে সুনিধি চৌহানের আদর্শ অনুপ্রাণিত ও ফেমও গুরু কুলের গ্রমার প্রশান্ত সমাদার দ্বারা প্রভাবিত শিল্পী হলেও মেলাডিও জাজ - ও তাঁর পছন্দ। নিজেকে ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের গ্লোবাল আওয়ার্ড এর মধ্যে প্রখ্যাত কণ্ঠ শিল্পীদের সামনে পরিচয়ন করয়েছন। বিভিন্ন চ্যানেলের সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি সুপর্ণার নিজস্ব ইউ টিউব চ্যানেলও রয়েছে।

বাংলাদেশ যদি নিয়মভঙ্গ করে তাহলে করিডোর দিয়ে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হবে ... হুঁশিয়ারি বিধায়কের

শিল্পী দত্ত,কোচবিহার, ২৩ মে : ইতিমধ্যে রাজ্যে ঘটেছে পালাবদল। ক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার পরেই ভারত বাংলাদেশ উম্মুক্ত সীমান্তে কাটাভারের বেড়া দিতে তৎপর বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে বিএসএফের আধিকারিকদের হাতে জমি তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী



শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার জেলার প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এলাকা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। যার মধ্যে এখনো বেশ কিছুটা অঞ্চলে সীমান্ত রয়েছে উম্মুক্ত অর্থাৎ কাটাভার বিহীন। বিগত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঘাতের ফলে এই জমি জট কার্টেনি। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকার প্রথমেই জানিয়ে দেন আন্তর্জাতিক এই সীমান্তে দেওয়া হবে কাটাভারের বেড়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে বিএসএফের হাতে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভা দহগ্রাম-আদারপোতা সীমান্তে রয়েছে কাটা তার বিহীন এলাকা। ওই এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় মানুষেরা দীর্ঘদিন কাটাভারের বেড়ার দাবী জানিয়েছেন কারণ চোরচালানকারী অত্যাচারে তাদের জমির ফসল প্রায় সেই নষ্ট হতো। এমনতাবস্থায় ওই এলাকায় গতকাল জমি মাপজোকে কেন্দ্র করে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে সমন্ব্যা ত্রুটি যখন ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা ফাঁকা সীমান্তে জমি মাধ্যমে কাজ করছিলেন সেই সময় বাংলাদেশের বিজিবির পক্ষ থেকে রীতিমতো বচসা শুরু হয় ভূমি দপ্তরের আধিকারিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এমনতাবস্থায় দ্রুত এক সন্ধ্যায় বিএসএফ। ঘন্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েইই বন্ধ খাতে হাই এলাটে চলে যান বিএসএফের জওয়ানারা। নিজ নিজ পজিশনে

জাতির যুবশক্তিকে ক্ষমতায়নঃ শিয়ালদহে সফলভাবে সম্পন্ন হলো ১৯তম ‘রোজগার মেলা’

কলকাতা, ২৩ মে : ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারত সরকারের চলমান অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলসম্মল হিসেবে, আজ সফলভাবে সম্পন্ন হলো ‘রোজগার মেলা’-র ১৯তম পর্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি এই বিশাল নিয়োগ অভিযানের সচনা করেন দেশের ৪৭টি স্থানে একযোগে আয়োজিত এই মেলায় নির্বাচিত ৫১,০০০-এরও বেশি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানস্থলগুলোর সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এই নবনিযুক্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাঁদের একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল ও ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তোলার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেন। এই দেশব্যাপী উদ্যোগের কলকাতা পর্বটি আয়োজন করে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ, যার স্থান ছিল ‘ডঃ বি.সি. রায় অডিটোরিয়াম’। এই অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁদের সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্‌নে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকবৃন্দ। সকালের এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অডিটোরিয়ামে উৎসাহী তরুণ প্রার্থীদের সমাগমেই মধ্য দিয়ে। স্থানীয় পর্বায়ের ওই অনুষ্ঠানে প্রথাগত রীতিনীতি ও উপাচারের প্রতিকলন ঘটে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং জেনারেল ম্যানেজারের আনুষ্ঠানিক স্বাগত ভাষণ। অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে এক জোরালো ও উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন প্রধান অতিথি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নবনিযুক্ত কর্মীদের অদম্য সংকল্প ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, সরকারি সেবার ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নেওয়া একটি অন্তর মর্ষাদাপূর্ণ ও বিশেষ

সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা তাঁদের এই নতুন ভূমিকাকে কেবল একটি পেশা বা জীবিকা হিসেবে না দেখেন, বরং স্থানীয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতি সাধন এবং রাজ্য ও দেশের অর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চাকাকে ত্বরান্বিত করার অপরিসীম দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি



আরও জোর দিয়ে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে রেল সংক্রান্ত যেসব প্রকল্প বর্তমানে আটকে রয়েছে, সেগুলোর কাজ যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা হবে। এই কর্মযজ্ঞের গতিতে আরও ত্বরান্বিত করে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এই উদ্যোগের নেপথ্যে থাকা কৌশলগত দূরদৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ‘রোজগার মেলা’ যুবশক্তির ক্ষমতায়নের ধারণাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এটি নিশ্চিত করেছে যে, স্বচ্ছ ও মেধা- ভিত্তিক সরকারি চাকরির সুযোগগুলো যোগ্য তরুণ-তরুণীদের কাছে এক অভূতপূর্ব গতিতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের নিশ্চিন্ত ও নিষ্ঠার আয়োজনে গর্ব প্রকাশ করে পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক মিলিন্দ দেউস্কর বলেন যে, ভারতের অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা হিসেবে রেল মন্ত্রক এই কর্মসংস্থান অভিযানের নেতৃত্ব দিতে পেরে অত্যন্ত গর্ববোধ করে। তিনি নবনিযুক্ত কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং এই বিষয়টি উদ্‌যাপন করেন যে, তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে ডানা মেলাতে

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলো কীভাবে এক ছাদের নিচে সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল ভাষণের ঠিক একই দিনের সবচেয়ে স্মরণীয় ও মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, যখন শুভেন্দু অধিকারী এবং ড. সুকান্ত মজুমদার স্ময়ং এগিয়ে এসে উচ্ছসিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্রগুলো তুলে দেন। যেসব

রোগীদের দাবি, সন্ধ্যার পরে পুরো হাসপাতাল চত্বর জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের। জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষুব্ধ রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। অভিযোগ, হাসপাতালের বেডের নীচে পরমজ ঘুরে বোতামে কুকুর ও বিড়াল। এমনকী হাসপাতাল চত্বরে আলোর অভাব এবং যত্রতত্র নোরা-আবর্জনা পড়ে থাকারও অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ, বাধরুমগুলির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ এবং বেহাল। সেই কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ রোগী ও তাঁদের পরিজন-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের নিরাপত্তা নিয়ে। চরম অব্যবস্থার কারণে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চে বৃহস্পদ প্রশ্ন উঠছে। অবিলম্বে হাসপাতালের বেহাল দশা পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং রোগীর পরিজনরা।

বেহাল অবস্থা জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ২৩ মে : বেহাল অবস্থা জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের। জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষুব্ধ রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। অভিযোগ, হাসপাতালের বেডের নীচে পরমজ ঘুরে বোতামে কুকুর ও বিড়াল। এমনকী হাসপাতাল চত্বরে আলোর অভাব এবং যত্রতত্র নোরা-আবর্জনা পড়ে থাকারও অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ, বাধরুমগুলির অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ এবং বেহাল। সেই কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ রোগী ও তাঁদের পরিজন-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের নিরাপত্তা নিয়ে। চরম অব্যবস্থার কারণে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চে বৃহস্পদ প্রশ্ন উঠছে। অবিলম্বে হাসপাতালের বেহাল দশা পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং রোগীর পরিজনরা।

রোগীদের দাবি, সন্ধ্যার পরে পুরো হাসপাতাল চত্বর এবং গেটের চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে যায়। মহিলা বিভাগ-সহ হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় নোংরা আবর্জনার স্তুপ জমে রয়েছে। সবচেয়ে উদ্ভেসের বিষয় হলো মহিলা ওয়ার্ডে কোনও নিরাপত্তারকী নেই। এর ফলে কোনও নিয়ম ছাড়াই পুরুষেরা সেখানে অবাধে যাতায়াত করছেন। চরম এই অব্যবস্থার কারণে দ্রোভ প্রকাশ করেছেন কুলতলির বিজেপি নেত্রী মাধবী মহলদার। তিনি বলেন, জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পরিবেশই নেই। বেডের নীচে কুকুর-বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসপাতালের কর্মীদের ও দেখা মেলে না। মহিলা বিভাগে নিরাপত্তা নেই। এই অবস্থার পরিবর্তন করতেই হবে। তবে এই বাস্তবায় হাসপাতালের রতকে কোনো মন্তব্য করা হয় নি।

গুয়াহাটি, ডিমাপুর ও শিলিগুড়িতে ‘রোজগার মেলা’ কার্যসূচির সফল আয়োজন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৩ মে : ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান দেশব্যাপী কর্মসংস্থান পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৩ মে ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটি, ডিমাপুর এবং শিলিগুড়িতে সফলভাবে ‘রোজগার মেলা’ আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও যুব ক্ষমতায়নের প্রতি অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য নির্বাচিত নবনিযুক্ত প্রার্থীদের অর্থবহ পেশাগত সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হলো। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের অধীনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘রোজগার মেলা’ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষ্যে নবনিযুক্ত প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। কার্যসূচি লোকালীন সময়, সমগ্রদেশে নির্বাচিত প্রার্থীদের ৫১,০০০-এরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়। নব-নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজকে জাতি গঠন ও জনসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য উৎসাহিত করেন, এবং পাশাপাশি সরকারের স্বচ্ছ, মেধা-ভিত্তিক ও প্রযুক্তি-চালিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে সরকারের

১১ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধৃত এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ মে : জালনোট পাচারের এক বড়সড় ছক বানচাল করল মালদার কালিয়াচাক থানার পুলিশ। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচাক থানা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ বাহিনী। সেই অভিযানেই ১১ লক্ষ টাকার বিপুল জালনোট- সহ মাদিরুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াচাকের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জালনোট হাওদাঘা বা পাচারের উদ্দেশ্যে কেউ জড়ো হতে পারে- এমন একটি আগাম খবর ছিল তদন্তকারীদের কাছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই শনিবার সাতসকালে ওই এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সন্দেহভাজন মাদিসূর রহমানকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বাস্তিল বাস্তিল জালনোট, যার মোট বাজারমূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। ধৃত মাদিসূর রহমানকে গ্রেফতারের পর কালিয়াচাক থানায় নিয়ে গিয়ে ম্যারাধন জিন্সসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, এই বিপুল পরিমাণ জালনোট সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আনা হয়েছিল। ভারতের অভ্যন্তরীণ বাহায়ে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই জাল টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ধরে নে। এই চরম পেছনে আর কোন কোন বড় মাথার হাত রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও জোরদার করেছে পুলিশ।

জলে তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের, আহত জামাইবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মে : জামাইবাবুর সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। ঘটনায় আহত হয়েছেন তার জামাইবাবু। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার মহাপাল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম উজ্জল বিশ্রাম (১৬)। বাড়ি শালবনী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঠল গ্রাম থেকে সন্ধ্যা পেতে উজ্জল তাঁর জামাইবাবুর সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান করার সময় হঠাৎই নদীর স্রোতে সে ভেসে যেতে থাকে। তাঁকে বাঁচাতে জামাইবাবুও নদীতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তিনিও স্রোতের টানে ভেসে যেতে থাকেন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত নদীতে নেনে জামাইবাবুকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। তবে কিশোরী উজ্জলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও ডুবুরি দল কয়েক ঘণ্টার তল্লাশি চালিয়ে কিশোরের দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতত্ত্বের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। রোজগার মেলার এই সংস্করণটি সমগ্র ভারতে একসঙ্গে ৪৭ টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে তিনটি স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক স্থানে প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণকারী সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ২০০ জন ছিলেন নবনিযুক্ত প্রার্থী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা এবং সরকারি সেবায় অর্থবহ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে যুবসমাজকে ক্ষমতায়নের ওপর ভারত সরকারের ধারাবাহিক গুরুত্বারোপকেই আরও স্পষ্টভাবে প্রেক্ষিত করে। গুয়াহাটিতে, রোজগার মেলা রও ভবন অডিটোরিয়াম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়, মালিগাঁও-এ বন্দর, কাজ পরিবহন ও জলপথ বিষয়ক কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং সাংসদ (লোকসভা) বিজুলি কলিতা মেধির শুভ উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার বীর ভদ্র বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে বরিশ্ট রেলওয়ে আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এই

কুরবানীর ঈদ উনত্রিশে, কোন খবর নেই সোহরের, একই অবস্থা সুইটি বিবির পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৩ মে : কুরবানীর ঈদ উনত্রিশে, কোন খবর নেই সোহরের, একই অবস্থা সুইটি বিবির পরিবারের। গত বছর জুন মাসে সোনালি বিধা-সহ ৬ জনকে ‘অনুপ্রবেশকর্তা’ সন্দেহে আটক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে (পুশ ব্যাক) দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তঃসত্তা সোনালিকে দেশে ফেরানো হলেও, বাকিরা বাংলাদেশে আটকে আছেন। ফেরানি তাঁর সোহর দোশে সেখা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুইটি বিবি ও তার দুই ছেলে কুরবান সেখা (১৭) ও ইমাম সেখা (৬)। শুক্রবার তাদের সকলকেই দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন সোনালী খাতুন বলেন, ঈদ চলে এলো। অথচ তারা কবে ফিরবে জানি না। আদালত তো ফেরাতে বলেছে। ছেলে আপনের ঘরস হলো প্যাঁ মাস। বাবার মুখ দেখে নি। বাবাও ছেলের মুখ দেখে নি। মেয়ে আশফের খাতুন (৬) পাইকরে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে এবং ছেলে সাবের সেখা (১০) তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। এদিন সুইটি বিবির মামাতো ভাই আমির খান বলেন, বাড়ির সবাই আমরা খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। ভেতেরিছলাম বোধ হয় ওদের আর ফেরাতে

হাসপাতাল পরিষেবা উন্নয়নে কড়া পদক্ষেপে আশাবাদী বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ মে : জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থার অভিযোগ সামনে আসতেই হাসপাতাল পরিদর্শন করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশ মেনেই শুক্রবার দুপুরে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের পর শনিবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন জেলাশাসক আশীশ দাশগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নীলদ্রি দান। হাসপাতালের সুপার, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে বৈঠকও করেন তারা। জেলার বহু মানুষের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামোর ঘাটতি, চিকিৎসক ও কর্মীদের উদাসীনতা, ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্তের সংকট এবং রোগী

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নবনিযুক্ত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন এবং সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য তাঁদের



অভিনন্দন জানান। একইভাবে, ডিমাপুরের অনুষ্ঠানটি ডিমাপুর টাউন হল ‘বেদেশিক পরিক্রমা’ ও বন্দ্র দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার উপস্থিতিতে বরিশ্ট আধিকারিক ও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিতে নবনিযুক্ত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানটি অফিসার ঙ্কাব, কাশ্মীরি কলোনি নিউ জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-তে গ্রামীণ বিকাশ দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান এবং জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত

কুমার রায়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় এছাড়াও স্থানীয় বিধায়কগণও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই কার্যসূচিতে নবনিযুক্ত



প্রার্থীরা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই নিয়োগগুলিতে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রেল মন্ত্রণালয়, রাস্তাে মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আরও বেশ কিছু বিভাগ রয়েছে। ‘রোজগার মেলা’ পদক্ষেপটি, যুবসমাজকে সরকারি চাকরিতে সুরক্ষিত ও তাৎপর্যপূর্ণ পেশার সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে

গুয়াহাটি, ডিমাপুর ও শিলিগুড়িতে ‘রোজগার মেলা’ কার্যসূচির সফল আয়োজন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

কুমার রায়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় এছাড়াও স্থানীয় বিধায়কগণও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই কার্যসূচিতে নবনিযুক্ত

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Necessary fire ceiling work with lighting arrangement to the office chamber of J. T. CP (Intelligent) situated at 14, Lord Sinha Road, Kolkata-700071, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 01/06/2026 up to 12.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T8449(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE N.I.T. No. WBPWD/AE/BSD-11/55/NIT_01e/2026-2027 A.E., Social Sector, P.W.D.te., Burdwan Sub-Division-II, invites e-tender for the works: www.wbtenders.gov.in Ref: e-NIT-01 of 2026-27 of E.K.S&R Div. Tender I.D. is 2026_WBPWD_5014390_2. Document download / sale start date (online) 22.05.2026, 06:30 P.M. Bid submission end date 09.06.2026, 11:30 A.M. Sd/- Assistant Engineer, Burdwan Sub-Division-II, Social Sector, P.W.D.te.
ICA- T8494(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate, Inviting Sealed-Tender for &on behalf of Government of Bengal, Ref: e-NIT-01 of 2026-27 of E.K.S&R Div. Tender I.D. is 2026_HSD-1026190_1. Last Date of submission is 01.06.2026 Up to 3.00 P.M. For Details please visit www.wbtenders.gov.in Office of The Executive Engineer in any working day. S/D - Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate
ICA- T8454(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE Assistant Engineer, Purulia Electrical Sub-Division-II, P.W.D.te., Invites online e-tender for the work of "SITC of LED Luminous Board in front of the Gate of Govt. ITI Purulia at Raghunathpur in the district of Purulia." e-NIQ No. 01 of 2026-27 with Tender I.D. 2026_WBPWD_5014385_1. Last submission start date [online]-01-06-2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date [online]-12-06-2026 on 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- M.K.Mandal, Assistant Engineer, Purulia Electrical Sub-Division-II, P.W.D.te.
ICA- T8494(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division Invites E-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-05/2026-27 with Tender I.D. 2026_WBPWD_5014404_1 for "Supply & delivery of electrical maintenance materials including: 1. 1000Watt, 220V, 50Hz, Exhaust fan and bracket, fan for Lok Bhavan Kolkata." Last date of bid submission is 05.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website: http://tenders.wb.gov.in
ICA- T8491(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE eNIQ is invited by the Assistant Engineer, P.W.D., Dhanaadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 31 of AE/DESD 2026-27. Memo No. : 358 Date: 22/05/2026. Tender ID : 2026_WBPWD_5014377_1. Name of Work : SITC of 4 nos. Split Air Conditioner at 12 Ballygunge Circular Road. Last Date of bid submission: 04/06/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in Sd/- S.K.Das Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division. ICA- T8493(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE NIQ Reference No.: WBPW(R)/DE/ SMD/NIQ-05/2026-27 Dt. 12.05.2026. e-Tender ID: 2026_WBPWD_5013970_1 Supply of 02 Nos. Laskar and 01 Dock Tindal for operation of mechanically ropelled vessels in inland waterways in West Bengal. Please read Bid submission end date (Online) 01.06.2026 at 11:00 A.M. in place of 22.05.2026 at 11:00 AM. Please read Technical Bid opening date (Online) 03.06.2026 at 11:00 AM. In place of 25.05.2026 at 11:10 AM. Sd/-Executive Engineer, Southern Mechanical Division, P.W.D. Directorate. ICA- T8487(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/AE/MESD/ NIT-01/e-T/2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5014372_1 Last date of submission of bid - 05-June-2026 01:00 P.M. Name Of Work : Electrical installation work of Industrial building at 3rd floor of the Sub-Divisional Hospital, Paschim Medinipur. Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online Tender submission visit http://wbtenders.gov.in Sd/- S.Kisku Assistant Engineer Midnapore Electrical Sub-Division,P.W.D.te. ICA- T8493(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE Assistant Engineer, P.W.D., Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of : "SITC of Fire Detection and Alarm System at Dr. J.R. Dhar SDH, Bongaon, North 24 Parganas." NIT No: 95/71 of 25-26. Call of A/E/B/E/S D Tender I.D. : 2026_WBPWD_5014418_1. Bid Submission Start date (Online): 22.05.2026, Bid Submission Closing date (Online): 03.06.2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P. Nandi ASSISTANT ENGINEER, P.W.D., BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION
ICA- T8502(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Necessary repairing and renovation of toilet blocks at 2nd floor and 3rd floor of Watgunge PS Building, Kolkata, during the year 2026-2027." Sd/- Assistant Engineer of the office chamber of Karaya PS of South East Division, during the year of 2026-2027. 3) "Necessary ceiling, beams repairing, wall plastering and painting of toilet block from Ground Floor to 3rd floor Of Barrack No-05 under 6th Bn., KAP within Alpur Bdy Guard Line, Kolkata-700027, during the year 2026-2027". 4) "Repairing & painting of Lake PS Barracks along with window repairing, during the year 2026-2027". 5) "Internal repairing and renovation works at the office chamber of Joint CP (Int.) at 14, Lord Sinha Road, Kolkata-700071, during the year 2026-2027". The last date for submission of the e-tenders is 02/06/2026 up to 12.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T8450(1)/2026

অফবিট

উপমহাদেশের নিষ্ঠুরতম গনহত্যা

সম্বন্ধ দত্ত

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নির্মূল করতে মুক্তিযোদ্ধা থেকে সাধারণ মানুষের উপর মাত্রাহীন অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করে। এই কাজে আলবদর মত সংগঠন সঙ্গে বিহারী মুসলমান এবং বেশ কিছু বাংলাভাষী মুসলমান (রাজাকার) তাদের দোসর হয়ে ওঠে। হিন্দু সম্প্রদায় হয়ে ওঠে এদের আক্রমনের মূল লক্ষ্য বস্তু। কারণ এদের মতে হিন্দু মানেই কাফের, হিন্দু মানেই ভারতের দালাল। অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চললে হিন্দুদের সেদেশে প্রানে বাঁচাই দায় হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে প্রাণ ও নারীদের সস্ত্রম বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দু শরণার্থী ভারতে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ঠিক এমনই উদ্দেশ্যে ফরিদপুর, বাগেরহাট, কচুয়া, শরনখোলা, মাংলা, বরিশাল, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, দাকোপ এবং বাটিয়াখাটার মত আরও অনেক জায়গা থেকে হিন্দুরা খুলনা জেলার চুকনগরে সাময়িক আশ্রয় নিয়ে সাতক্ষীরাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে ভারতে চুকতে শুরু করে। চুকনগর গনহত্যা বৃঝতে গেলে চুকনগরের ঐগলিক অবস্থানের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। চুকনগর খুলনা জেলার উপজেলা ডুমুরিয়ার আটালিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। চুকনগর মূলত ভদ্রা ও ঘ্যাংরাইল নদী দিয়ে ঘেরা একটা তটভূমি। ফলে আশেপাশের অঞ্চল থেকে চুকনগর বেশ কিছুটা নিচু। একমাত্র চুকনগর বাজার এলাকা খানিকটা উঁচু। খুলনা থেকে চুকনগরের দূরত্ব মোটামুটি ৬০ থেকে ৬২ কিলোমিটারের কাছাকাছি। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশের অর্থাৎ খুলনার আশেপাশের জেলায় বসবাসকারী হিন্দুরা ভদ্রা নদী হয়ে প্রথমে চুকনগর এসে একটা রাত কাটিয়ে তারপর সাতক্ষীরা হয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য বেছে নেয়। এর অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধের সময় এই সীমান্ত অঞ্চলের উপর পাক সেনাবাহিনীর বিশেষ নজরদারি ছিল না। যুদ্ধের অবসহেও চুকনগর ছিল একেবারে কোলাহেলহীন, শান্ত এবং স্বাভাবিক। চুকনগর গনহত্যার আগে এই পথেই

বেশ কিছু মানুষ দলবেঁধে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ১৯৭১ সালের মে মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখ বিশাল সংখ্যায় হিন্দু নর-নারী তাঁদের সন্তান সন্ততি এবং পোটলা পুটলি নিয়ে চুকনগরে জমায়েত হয়। এই জমায়েতে মানুষের সংখ্যাটা ছিল ২০ থেকে ৬০ হাজার বা তার থেকেও বেশি। কেউ পলিথিন দিয়ে, কেউ পরনের কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করে চুকনগরের গরখাটা, খোলাপাতা বিল, কাপুরিয়া পট্টি, কালীমন্দির, মাছ বাজার, সবজি বাজারসহ বটতলা ও আশেপাশের গ্রাম এবং ভদ্রা ও ঘ্যাংরাইল নদীর তীরে এক রাতের জন্য অস্থায়ী আশ্রানা বানায়। তাঁরা কিন্তু কেউ ঘুমাক্ষরে বৃঝতে পারেনি পরের দিন তাঁদের অদৃষ্টে কি করুন ও নিষ্ঠুরতম পরিনতি অপেক্ষা করছে। চুকনগরে বেশির ভাগ মানুষ এসেছিল নৌকায় ভদ্রা নদী হয়ে এবং কিছু স্থলপথে গরুর গাড়িতে। এর বাহিরেও অনেক পরিবার মে মাসের প্রখর রোদে মাথায় নিয়ে পাকসেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে চুকনগরে পৌঁছায়। চুকনগরে পৌঁছেই ভারতে প্রবেশের আগে হিন্দু পরিবারগুলো যতটা সম্ভব সাংসারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে থাকে। চুকনগর বাজার থেকে নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। পরিবারগুলি দলবদ্ধ ভাবে রান্না করে ধাপে ধাপে খাওয়া দাওয়া করে নেয়। এরপর শুধু রাতের অন্ধকার কাটার অপেক্ষা। ভোরের আলো ফুটলেই সাম্না কিছু মুখে দিয়েই করে আবার পথ চলা শুরু। লক্ষ্য ভারত। চুকনগরে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ভারতে প্রবেশের জন্য জমায়েত হয়েছে এই খবরটা পাক সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছতে কিন্তু বেশি সময় লাগেনি। ভদ্রা নদীর খেয়াঘাটের এক ইজারাদার এবং আটালিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের এক সদস্য মারফত হিন্দুদের চুকনগরে অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে যায়। দিনটা ছিল ২০শে মে, বৃহস্পতিবার। বেলা প্রায় ১১ টা বাজতে চলেছে। সবাই বাজ্র, পোটলা, পুটলি গুছিয়ে ভারতের দিকে রওনা হওয়ার তোরজোর করছে। এমন সময় সাতক্ষীরা সেনা ছাউনি থেকে দুটো গাড়ি ভর্তি পাক সেনা মালতিয়ার বাড়িউলয় এসে দাঁড়ায়। পাকিস্তানী সেনারা গাড়ি



দল চুকনগর বাজার অঞ্চলে ঢুকেই মানুষদের উপর নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। অন্য দলটা পাতাখোলা বিল থেকে চাদরী, দাসপাড়া, তাঁতিপাড়া, চুকনগর

সেনারা স্থানীয় কিছু মানুষের সহায়তায় আশেপাশের অস্থায়ী শিবির থেকে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে ধরে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। একটা সময় পাক সেনাদের বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেলেও তারা কিন্তু সেনা ছাউনিতে ফিরে যায় না। সৈন্যরা তাঁদের বন্দুকের বেঘনেটি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ মেরে চলে। পাক বাহিনী এবং তাঁদের স্থানীয় দোসররা হিন্দুদের উপর এই নরসংহার চলিয়ে ছিল টানা চার ঘণ্টা ধরে। চুকনগর গনহত্যার সবথেকে নিষ্ঠুরতম অধ্যায় হল, হত্যালীলা চলাতে চালাতে পাক বাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারী দোসরা তাদের কাম চরিতার্থ করতে হিন্দু নারীদের অব্যাহে ধর্ষন করে শেষে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। অতএব চুকনগর গনহত্যা যে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নিষ্ঠুরতম গনহত্যা তা বলতে কোন দ্বিধা নেই। চুকনগর গনহত্যার দিন আশেপাশের গ্রামের কোন মানুষ ঘটনা স্থলে আসতে সাহস পায়নি। পরের দিন তারা ঘটনা স্থলে গেলে দেখে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবলই মানুষের মৃতদেহ। স্থানীয়দের মতে এই হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকদিন ধরে ভদ্রা নদীর জল ছিল রক্তে লাল। এত মানুষকে একসঙ্গে মাটিতে কবর দেওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে মৃতদেহ পচন ধরে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অগত্যা প্রচুর লাশ কবর দেওয়ার পর বাকিদের ভদ্রার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দিন মৃত মানুষের দুর্গন্ধে চুকনগর ঢেকে ছিল। লার্শের পাহাড়ে ভদ্রার প্রতিদিনের জোয়ার ভাটার স্বাভাবিক প্রবাহ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছিল। এই গনহত্যা কতটা ভয়াবহতা এবং হুময়বিদারক ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাংবাদিক ফজলুর বারির লেখা জনকণ্ঠের একটি প্রতিবেদনে। তিনি লিখেছেন, ঘটনা স্থলে পড়েছিল কেবল লার্শের উপর লাশ, মায়ের কোলে ছিল শিশুর লাশ, স্বামীকে বাঁচাতে জড়িয়ে থাকা স্ত্রীর লাশ, মেয়েকে বাঁচাতে জীবনকে কাঁচা বাবার লাশ। তবুও জীবনকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। এত হত্যার পড়েও কয়েক জন হতভাগ্য লার্শের মধ্যে মরার মত পড়ে থেকে বেঁচে গিয়েছিল। কেউ কেউ বরাত জেরে সাঁতার কেটে গুলি বৃষ্টির মধ্যেও

নদী পেড়িয়ে বেঁচে যায়। সেদিনের প্রানে বেঁচে যাওয়া মানুষরা আজও নিজেদের চরম হতভাগ্য বলে মনে করে। কারণ তাঁরা চোখের সামনে নৃশংস ভাবে মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তানদের মরতে দেখেছে। যেভাবে চোখের সামনে পরিবারের নারীদের ধর্ষিতা হতে এবং তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে তাই তারা মনে করে সেদিনের স্মৃতি বয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পরিজনদের সঙ্গে মৃত্যু অনেক ভাল ছিল। চুকনগর গনহত্যা কিন্তু কোন রাজনৈতিক হত্যা ছিল না। চুকনগরে যে মানুষদের হত্যা করা হয়েছিল তাঁরা কিন্তু কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। কেউ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রও হাতে তুলে নেয়নি। তবুও তাঁদের মরতে হয়েছিল শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার অপরাধে। চুকনগর গনহত্যা থেকে প্রানে বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং স্থানীয়দের মতে মে মাসের ২০ তারিখ চুকনগর গনহত্যায় মৃতের সঠিক সংখ্যা বলা শক্ত। অনেকের মতে অন্তত পক্ষে সংখ্যাটা ১২ হাজার বা তার থেকেও বেশি। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় ৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলে চুকনগরের গনহত্যার কথা কোথাও এতটুকু জায়গা পায়নি। যদিও চুকনগর গনহত্যায় মৃত মানুষদের স্মরনে ঘটনা স্থলে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। চুকনগর গনহত্যার স্রুপ বৃঝতে গেলে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গবেষক এবং লেখক ডঃ মুনতাসীর মামুনের কথা স্মরন করা প্রয়োজন। ডঃ মামুনের কথায় “একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে হত্যার নজির সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তিনি এও মনে করেন চুকনগর গনহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরলভ্রম গনহত্যা।” এর পরেও বাংলাদেশের বৃহৎ অংশের মানুষ একদিকে চুকনগর হিন্দু গনহত্যা নিয়ে যেমন আশ্চর্য নিববতা পালন করেছে। অন্যদিকে এই দ্ব্দের শিক্ষিত বাঙালিরা চুকনগর গনহত্যার কথা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চুপচাপ এড়িয়ে গেছেন। ফলে সাধারণ বাঙালির কাছে চুকনগর গনহত্যা আজও প্রায় অজানাই রয়ে গেছে।

চিনের কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ৯০ জনের মৃত্যু

সংবাদ সংস্থা, বেজিং, ২৩ মেঃ চিনের কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ৯০ জন। উত্তর চিনের শানসি প্রদেশে রয়েছে ওই কয়লাখনি। জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় কয়লাখনিতে ২০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন। ফলে কয়লাখনিতে এখনও আটকে রয়েছেন বহু শ্রমিকা তবে, সংখ্যাটা কত, তা এখনও জানা যায়নি। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে খবর। শুক্রবার গভীর রাতে কিনইউয়ান কাউন্টির লিউশেনিউ কয়লা খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সময় খনির ভেতরে মোট ২৪৭ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সেদেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, খনিতে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস



বেড়ে যাওয়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটে। আহতদের চিকিৎসায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দ্রুত উদ্ধারকাজেরও নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। একইসঙ্গে কী জন্য দুর্ঘটনা হল, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কড়া তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। চিনের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। ঘটনায় তিনিও

কঠোর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ দশকের শুরু থেকেই কয়লা খনিতে প্রাণহানির ঘটনা যা প্রায়শই গ্যাস বিস্ফোরণ বা বন্যার কারণে ঘটে থাকে, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে চিনের প্রশাসন। তবে, লিউশেনিউ-এর এই ঘটনাটি গত দশকে চিনে সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, খনির দায়িত্বে থাকা কোম্পানির কর্মকর্তাদের আটক করা হয়েছে। অবশ্য চিনের প্রশাসনের তরফে আগে জানানো হয়েছিল, ঘটনায় মাত্র আটজনের মৃত্যু হয়েছে। ২০০ জনেরও বেশি কর্মীকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের আটক করে হয়েছে। অবশ্য চিনের প্রশাসনের তরফে আগে জানানো হয়েছিল, ঘটনায় মাত্র আটজনের মৃত্যু হয়েছে। ২০০ জনেরও বেশি কর্মীকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের আটক করে হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু, মৃতের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কোনও কারণ জানানো হয়নি।

৪ লাখ দিলেই এসএসসি নিশ্চিত! উত্তরপ্রদেশে অনলাইন পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের সুগঠিত চক্রের হদিস

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৩ মেঃ ৪ লাখ টাকা দিলেই ‘স্টাফ সিলেকশন কমিশন’ বা এসএসসি পরীক্ষায় পাস করার গ্যারান্টি একশো শতাংশ! দেশজুড়ে যখন সরকারি ও প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির স্বচ্ছতা নিয়ে তুলন বিতর্ক চলছে, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশে এক মস্ত বড় পরীক্ষা জালিয়াতি চক্রের পর্দাফস করল প্রশাসন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ প্রটোর নয়দার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে এই চক্রের মূল পান্ডা-সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা, একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচুর নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্তরের একাধিক বড় নিয়োগ পরীক্ষাকে নিশানা করেছিল এই জালিয়াতি চক্রটি। সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস, সেক্রেটারিয়েট সিকিউরিটি ফোর্স কনস্টেবল জিডি এবং আসাম রাইফেলস রাইফেলম্যান এক্সমিনেশন-২০২৬-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন পরীক্ষাগুলির সিস্টেম হ্যাক না করেও, অডিনব কারিগরি কৌশলে এরা জালিয়াতির জাল বুনেছিল। পরীক্ষার্থীদের থেকে মাথাপিছু প্রায় ৪ লক্ষ টাকা করে নিয়ে পরীক্ষা চলাকালীনই রিয়েল টাইমে (সরাসরি) উত্তর সরবরাহ করা হত। এসটিএফ-এর কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল যে, এসএসসি-র অনলাইন পরীক্ষাগুলিকে কেন্দ্র করে একটি

সুসংগঠিত চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরপরই শুরু হয় গোপন তদন্ত। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে গত ২২ মে প্রটোর নয়দার নলেজ পার্ক এলাকায় অবস্থিত ‘বালাজি ডিজিটাল জোন’



নামের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে অতর্কিতে হানা দেন এসটিএফ আধিকারিকরা। সেখান থেকেই হাভেনাতে প্রেফতার করা হয় সাত অভিযুক্তকে। ধৃতদের নাম- প্রদীপ চৌহান, অরুণ কুমার, সন্দীপ ভাটী, নিশান্ত রাঘব, অমিত রানা, শাকির মালিক এবং বিবেক কুমার। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই চক্রের জালিয়াতির কায়দাটি ছিল অত্যন্ত চতুর ও

প্রযুক্তি নির্ভর। এরা সরাসরি এসএসসি-র মূল পরীক্ষা ব্যবস্থা বা সার্ভার হ্যাক করেনি। তার বদলে, পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানির নিজস্ব সার্ভারকে বহিপস (এড়িয়ে

পরীক্ষার্থীদের কম্পিউটারে সঠিক উত্তরগুলি টিক মার্ক বা সিলেক্ট করে দিতেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রদীপ চৌহান নামের মূল অভিযুক্তটি দীর্ঘদিন ধরে এই জালিয়াতি চক্র চালাচ্ছে। ‘এডুক্‌ইটি’ নামক সংস্থার মাধ্যমে যেখানে এসএসসি-র অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হত, সেই পরীক্ষা কেন্দ্রটি প্রদীপই স্টে-আপ করেছিল। আর গোটা চক্রের কেনিকাল বা প্রযুক্তিগত দিকটা সামলাত অরুণ কুমার। প্রজ্ঞি সার্ভার বসানো থেকে শুরু করে জন্মি করা স্ক্রিন সামলানো, সবই ছিল অরুণের দায়িত্বে। সম্প্রতি নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং জালিয়াতি নিয়ে গোটা দেশ তোলাপাড়। দেশজুড়ে পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আবেহে বড়সড় সরকারি পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হয়েছে, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ-এর এই সাকল্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিহাল মহলা। আপাতত এই চক্রের জাল কতটা গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এর পেছনে আরও বড় কোনো কারিগরি বিশেষজ্ঞ, দালাল বা প্রভাবশালী কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা, তা জানার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে, গত কয়েক বছরে হওয়া অনান্য নিয়োগ পরীক্ষাতেও এই একই প্রজ্ঞি সার্ভার পদ্ধতি ব্যবহার করে চারুপি করা হয়েছে কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, পাহারায় এআই, কেন্দ্রের নয়ান প্রকল্প স্মার্ট বর্ডার কী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ মেঃ স্মার্ট কার্ড, স্মার্ট সিটির নাম তো শুনেছেন। কিন্তু, এবার স্মার্ট শব্দটা জুড়ে যাচ্ছে সীমান্তের সঙ্গেও। ঠিক কীরকম? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি একটি প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে স্মার্ট বর্ডার। সীমান্ত সুরক্ষায় উদ্যোগ ও অনুপ্রবেশে জিরো টলারেপ নীতি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার সভা থেকেই অমিত শাহকে বলতে শোনা গিয়েছে, অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে বের করা হবে। এবার সীমান্ত সুরক্ষায় আরও বড় সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ‘স্মার্ট বর্ডার’ প্রকল্প চালু করে সীমান্তের প্রায় কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত করা হবে। তবে, কী এই স্মার্ট বর্ডার, এই বিশেষ প্রকল্পে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, জেনে নেওয়া যাক-**স্মার্ট বর্ডার কী?**

স্মার্ট বর্ডার একটি প্রকল্প। এই প্রকল্প চালুর উদ্দেশ্য হল সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলা। একইসঙ্গে অঞ্চলের জনবিন্যাস পরিবর্তনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া। সেক্ষেত্রে, এই প্রকল্প চালু হলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও অটিসাঁত হবে। ঠিক কীভাবে? জানা গিয়েছে, স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তজুড়ে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত করা হবে। তবে, নিরাপত্তাকে আরও স্মার্ট করে তোলা হবে। অর্থাৎ নিরাপত্তায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা থাকবে।



এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই বিশেষ প্রযুক্তিতেই স্মার্ট বর্ডার তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ নিরাপত্তা শুধু মানব নির্ভর হবে না। নতুন ব্যবস্থায় আত্মধুনিক সেনার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হবে। স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে রিয়েল-টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমেও ২৪ ঘণ্টার স্য়াক্রিয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও থাকবে হাই রেজলিউশন ক্যামেরা এবং অন্যান্য মনিটরিং ডিভাইস। স্মার্ট বর্ডারের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্ট ক্যামেরা এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক সিস্টেমের বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মধ্যে রয়েছে দিন-রাত নজরদারির উপযোগী সিগিটিভি, থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা-যা সম্পূর্ণ অন্ধকার, কুয়াশা বা ঘন জঙ্গলের মধ্যেও মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপতে পারবে। এই ক্যামেরাগুলির অনেকগুলিতেই এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যা মানুষ, পশু, যানবাহন এবং ড্রোনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্ত করলেই সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা পাঠাতে পারে। এই ক্যামেরাগুলির সঙ্গে থাকবে আত্মধুনিক গ্রাউন্ড সার্ভেল্যান্স রাডার এবং ব্যালিস্টিক রাডার, যা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও কারও নড়াচড়া বৃঝতে পারবে। এমনকী, চোরালালনা বা নজরদারির কাজে ব্যবহৃত নিচু দিয়ে ওড়া ড্রোনও ধরা পড়বে এই রাতারাে। শুক্রবার বিএসএফের বার্ষিক রক্তমজি মোমোরিাল অনুষ্ঠানে স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, “আগামী এক বছরের মধ্যে স্মার্ট বর্ডারের কাজ শুরু হবে। এবার সীমান্তগুলিকে দুর্ভেদ্য করে তোলা সম্ভব হবে। জনবিন্যাস পরিবর্তনের যে ব্যর্থ চেষ্টা চলছে, তাত্তেও লাগাম টানা যাবে।” তিনি আরও জানিয়েছেন, অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে অসম, ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের নীতির সঙ্গে একমত। স্মার্ট বর্ডার চালু হলে বাংলাও উপকৃত হবে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ রোধা যাবে।

বালি ও বেলুড়ের মাঝে যাত্রা শুরু করল ‘স্টার মেকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট’



অভিনয়, নাচ ও জুহুর পেশাদার প্রশিক্ষণ নিয়ে বেলুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করল ‘স্টার মেকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট’। এদিনের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের অন্যতম পরিচালক রাজু মালিক ও স্টার জলসা খ্যাত অভিনেতা সুকদীপ সাহা। ইনস্টিটিউটের কর্ণধার তথা টলিউডের সন্মানধনা ডান্স ডিরেক্টর উজ্জল গুহ জানান, নিজস্ব একটা স্টুডিও গড়া আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। কলকাতা ও মফস্বলে গড়িয়ে ওঠা বহু ইনস্টিটিউট শুধুমাত্র বাস্তব চাকচিক্য দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভারণা করে। প্রশিক্ষণ শেষে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কথা রাখা না কেউই। স্টার মেকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট সেই জায়গাটিই দলদ্বাংতে চায়। উদ্বোধন ঘিরে এলাকার অভিময় ও নৃত্যপ্রেমী মানুষদের মধ্যে ছিল বিপুল উৎসাহ। স্থানীয়দের কথায়, “খরচ করে কলকাতায় যাব কেন? যদি বেলুড়েই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাই, তাহলে স্টার মেকার ফিল্ম ইনস্টিটিউটই আমাদের কাছে সেরা অপশন।” Advt.

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, SAMAR KUMAR SAHA (OLD NAME) S/O RABINDRA NATH SAHA RESIDENT OF RAHTHALA MUCHIPARA ROAD P.O. KRISHNANAGAR P.S. KOTWALI DIST- NADIA. PIN-741011 W.B DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SAMAR KUMAR SAHA (OLD NAME) TO SAMAR SAHA (NEW NAME) AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SAMAR SAHA (NEW NAME) IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT NO-৩৪ SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC (GOVT. OF W.B)AT KRISHNANAGAR, NADIA ON DATED 22/05/2026 SAMAR SAHA (NEW NAME) AND SAMAR KUMAR SAHA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	I, MONJOIT PRAMANICK,MANJOIT PARAMANIK,(old name) S/O-Monoranjan Paramanick Resident of Tegharpura, Railway Line Ghat Road,Kalabagan Ward No.20 of Nabagram Municipality,PO & P.S- Nabagram, Dist- Nadia. Pin-741002,do hereby declare that I have changed my name from MONJOIT PRAMANICK,MANJOIT PARAMANICK (old name) to MANJOIT PRAMANICK (new/correct name) and henceforth I shall be Known as MANJOIT PRAMANICK (new/correct name) in all purpose. Vide affidavit no.4823, sworn in the court of the judicial Magistrate (1st Class) at Nabagram, Nadia,Date-11/11/25. MANJOIT PRAMANICK (new/correct name) and MONJOIT PRAMANICK, MANJOIT PARAMANIK, (Old Name) both are same and one identical person.
নাম পরিবর্তন অমি Mahammad Sahabuddin, S/O Md Zi-uddin, ডাকনামপাড়া, পোতাখানার রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আধার কার্ডে আমার নাম Mahammad Sahabuddin, S/O Md Ziauddin নথিভুক্ত রয়েছে। আমার পাসপোর্টে Md Sahabuddin, S/O Md Ziauddin নথিভুক্ত রয়েছে। ০১.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির কোর্টের দল ঘোষণা করছি Mahammad Sahabuddin, Md Sahabuddin and Md Sahabuddin S/O Md Ziauddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।	নাম পরিবর্তন অমি Rahim Sekh, S/O Late Abu Taleb Sekh, গ্রামঃ+পোতাখানো, থানাঃ হারাপাতি, বীরভূম ৭১২৪৪৫ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আধার এবং ভোটার কার্ডে আমার নাম Rahim Sekh সিপিএস রয়েছে। আমার হেলে Apel SK এর পান নাম Rahim, রোজের কার্ড এবং পাসপোর্টে আমার নাম Rahim Shaikh সিপিএস রয়েছে। ১৮.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের এক্ষেত্রেটি বলে ঘোষণা করছি Rahim Sekh and Rahim Shaikh S/O Late Abu Taleb Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

দূরগু বার্তা, কলকাতা

মাজদিয়া বাজারে নতুন হাওয়া সরকার বদলে, চাষী ও ব্যবসায়ী উভয়েই লাভবান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৩ মে : নদীয়ার কৃষগঞ্জ ব্লকের মাজদিয়া বাজারে এখন উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভের পর রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই বদলে গেছে বাজারের চিত্র। একদিকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন, অন্যদিকে বাইরের রাজ্য থেকে আসা ব্যবসায়ীরাও নির্বিঘ্নে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন। কৃষগঞ্জ ব্লক দীর্ঘদিন ধরেই একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এই ব্লক-সহ আশপাশের বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি এসে জমা হয় মাজদিয়া বাজারে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন পণ্য সংগ্রহ করতে। সারা দেশেই মাজদিয়া বাজারের সুনাম রয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সরণেবে বড় প্রভাব পড়েছে কৃষিপণ্যের দামে। এক কৃষক জানান, আগে যে এঁচোড়া ডিন থেকে চার টাকা কেজি দরে বিক্রি হত, এখন সেটাই বিকোচ্ছে আট থেকে দশ টাকায়। আরেক কৃষক জানান, নতুন সরকার আসার আগে পটল বিক্রি হত দশ থেকে ১২ টাকা কেজিতে, আম ১৫ টাকায। কিন্তু এখন পটলের দাম বেড়ে হয়েছে ২০ থেকে ২২ টাকা, এঁচোড়া সাত থেকে ১০ টাকা। কৃষকদের মুখে তাই এখন স্বস্তির হাসি। ব্যবসায়ীরাও জানাচ্ছেন, পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেকটাই অনুকূল হয়েছে। এক ব্যবসায়ী বলেন, রাষ্ট্রায় পুলিশের হয়রানি না থাকায় তাঁরা এখন অনেক বেশি পরিমাণে পণ্য বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যেতে পারছেন। বাধাহীন পরিবহণের সুবাদে পণ্যের চাহিদা বাড়ছে, যার সরাসরি সুফল পাচ্ছেন স্থানীয় চাহীরাও। ব্যবমিলিয়ে, সরকার বদলের পরেও মাজদিয়ার কৃষি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। চাষী ও ব্যবসায়ী, উভয়পক্ষই এখন আশাবাদী যে এই ইতিবাচক ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

রিলস তৈরির নেশায় সতর্কতার জলাঞ্জলি! বাড়ছে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মে : মাঝে হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত কমলেও ফের সেই সংঘাত মেনে বেড়ে চলেছে। নেপথ্যে কারণ কি শুধু হাতি দেখার জন্য অতি উৎসাহ, নাকি রিগের নেশা? হাতির ভিডিও



তুলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করলেই নাকি বাড়ছে ভিডি়! আর এই সোশ্যাল মিডিয়ার নেশায় হাতির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে কম বয়সী যুবকরা। এতেই ঘটছে দুর্ঘটনা। কখনও হাতিকে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে পার করানোর সময়, কিংবা কোনও জঙ্গলের দলমার দলকে দেখে অতি উৎসাহে তার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে যুবকরা। চলতি সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দু’জন যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে জঙ্গলমহলে। বুধবার পূর্ণপানির জঙ্গলে হাতি দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় ১৯ বছর বয়সী এক যুবকের। ঠিক তার পরের দিন বৃহস্পতিবার হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় ৩৪ বছর বয়সী এক যুবকের। বন দফতর সূত্রে খবর, হাতি এবং মানুষের সংঘাতে ২০২৪ থেকে বেশ কম ছিল। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম কিংবা বাকুড়া জঙ্গলমহলে মানুষের সচেতনতার কারণে হাতির হানায় প্রাণ যাওয়ার ঘটনা বেশ কম এসেছিল। তবে সম্প্রতি হাতি দেখতে অতি উৎসাহ এবং মোবাইল ভিডিও তোলার নেশায়, প্রাণ যাচ্ছে একাধিক জনের। মৃত্যুর লিস্ট ক্রমশই বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারংবার লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতির দল। যার ফলে বাড়ছে মানুষ এবং হাতির মধ্যে সংঘাত। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রামের গড় শালবনী এলাকায় যথেষ্পস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির। ঠিক তারপরেই বুধবার পূর্ণপানির জঙ্গলে হাতি দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় .১৯ বছর বয়সেই নীতীশ মাহাতোরা। শুণ্ড তাই নয়, তার পরের দিন বৃহস্পতিবার গাছের নিচে বসে কিছুটা আরাম উপভোগ করার সময় হাতির হানায় মৃত্যু হয় ৩৪ বছর বয়সী মঙ্গল মুরারী। ঘটনা মাজদিয়া রাজ্যে জঙ্গল। এছাড়াও ২৯ এপ্রিল গোবিন্দপুরের জঙ্গলে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় ২০ বছর বয়সী লালমোহন মাহাতোরা।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম, বিশেষ দল গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : আর কোনও ছাড় নয়। এবার শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কাঁথত যুদ্ধ ঘোষণা করল শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশের পর নড়েচড়ে বসেছে পুর প্রশাসন। ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে ১৩ সদস্যের বিশেষ দল, যারা আগামী দিনে শহরের অলিগলি চষে বেআইনি নির্মাণের খোঁজ চালাবে। ফলে শিলিগুড়ির বহু বাড়ি, বহুলত ও নিম্নীয়ায়গ বিভিন্ন এবার পুরনিগমের নজরদারি আওতায় আসতে চলেছে। সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, অনুমোদিত নকশা ছাড়া তৈরি হওয়া বিস্তিং এবং নিয়ম ভেঙে চলা নির্মাণকাজ চিহ্নিত করে কা হবে এই বিশেষ সংবেদন মূল লক্ষ্য। প্রতি ১৪ দিন অন্তর রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এবার শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে নয়, সরাসরি এলাকায় গিয়ে নজরদারি চালাবে পুরনিগম। পুর সূত্রে খবর, শহরের একাধিক ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণের এখন কার্যত গুপেন সিফ্রেট। বিশেষ করে ১, ২, ৪, ৫, ৩৫, ৪২ এবং ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। অভিযোগ, বহু বহুলত ও বাড়ি নির্মাণ হয়েছে কোনও বৈধ অনুমোদন ছাড়াই। কোথাও আবার নকশা অনুমোদিত হলেও বাস্তবে তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাঠামো। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে জমির বৈধ কাগজপত্র নিয়েও উঁচছে বড় প্রশ্ন। এদিকে রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকায় অবৈজ্ঞানিক ছাদ বাগান নিয়েও জারি হয়েছে সতর্কতা। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার এবং অতিরিক্ত চাপের কারণে ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন। শহরবাসীর দাবি, শুধু সমীক্ষা নয়, এবার দোষীদের বিরুদ্ধে হোক কড়া ব্যবস্থা। কারণ এই বেআইনি নির্মাণগুলি যেকোনও সময় হয়ে উঠতে পারে বডবড় বিপদের কারণ। তাই সকলেই চাইছেন, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বিজেপির নামে ভুয়ে সিডিকেট গড়ে তোলাবাজির অভিযোগ, দুর্গাপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৩ মে : বিজেপির নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো সিডিকেট তৈরি করে তোলাবািজ ও শ্রমিক নিয়েগো দাদাগিরির হুক-এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছাড়া দুর্গাপুরের গোপালমঠ বনগ্রাম এলাকায়। গোপন বৈঠকের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ, দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সিডিকেটারাজ চালাত তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের একাংশ। স্থানীয়দের বঞ্চিত করে মোটা টাকার বিনিময়ে বহিরাগতদের টিকাক্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হত বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের করে কমিটির সদস্য শেখ মনি, নেতা আকবর আলি, রসুল মিয়াহর কয়েকজনের নাম সামনে এসেছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেও পুরনো সিডিকেট চক্র সক্রিয় রয়েছে। এবার বিজেপির নাম ব্যবহার করে নতুন করে সিডিকেট চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। সেই অভিযোগই গোপালমঠের বনগ্রাম এলাকায় গোপনে বৈঠক ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যায় বিজেপির যুব কর্মীরা। বিজেপির দাবি, কর্মীদের যাওয়া চেয়ে শেখ মনি, আকবর আলি ও রসুল মিয়া এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিজেপির যুব গোষ্ঠার সহ-সভাপতি সুমন গোপ বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মোর্চা তেলে তোলাবাজির হুক চাচ্ছিল। বিজেপির নাম করে ফের সিডিকেট গড়ার চেষ্টা হচ্ছিল। আমাদের দল স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও তোলাবাজি বদাদপ্ত করা হবে না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কয়েকজনের আটক করেছ বলে জানা গিয়েছে। যদিও এই অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নদী-সমুদ্রে কেন কমছে মাহের যোগান! সামনে এল ৩ প্রধান কারণ, সংকটে উপকূলের মৎস্যজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৩ মে : নদী বা সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ উঠলেই মৎস্যজীবী পরিবারের ভাত



ফুটে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে মাহের প্রজনন বাড়ানোর জন্য বানান পিরিয়ড চলছে। এক কথায় এই সময় নদী বা সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরা যাবে না। আর তাতে এই সময়ায় পড়ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের মানুষজন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম আকঙ্ক্ষা নদী ও সমুদ্র কেন্দ্রিক। কিন্তু দিনের পর দিন নদী ও সমুদ্রে মাহের যোগান কম। তার উপর এই দুই মাসের বানান পিরিয়ড মৎস্যজীবীদের অন্ন সংস্থানে আরও কোণঠাসা করে দিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের অন্যতম

তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অফিসে হাজির প্রশাসনিক আধিকারিকরা, উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৩ মে : আজ থেকে প্রায় বহু বছর আগের ঘটনা। সমস্যাটা তখন আনুমানিক ২০১৫ সাল, ২০১৫ সালের ৩০ এপ্রিল। রামপুরহাট এবং তারাপীঠ এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনা করেছিলেন তারাপীঠে রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের। তারপর থেকেই তারাপীঠের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কাজ করেছে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিস তাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। ১৮-১৯ দিন কেটে গেলেও সেই তাল্লা খোলা হয়নি। যার ফলে এলাকার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ এবং সাধারণ নাগরিক পরিষেবা থমকে গিয়েছে বলে মন্তব্য করে কয়েকজনের। সূত্র মারফত খবর সংহারে ২২ জন অস্থায়ী কর্মী ও ২০ জন সাফাই কর্মীর বেতনও দেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে তারাপীঠের মতো গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের পরবর্তী চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে হতে চলেছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে তীব্র জল্পনা। কারণ, এই পদটি ফাঁকা থাকলে হবে না উন্নয়নমূলক কাজ ও নাগরিক পরিষেবার মতন জরুরি জেলাশ্রমও। তবে এরই মাঝে শুক্রবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলাশাসক, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আধিকারিক এবং তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পরিষদের কর্মীরা পুলিশের সহযোগিতায় গেটের তাল্লা খোলেন। প্রসঙ্গত আজ থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে তৎকালীন বীরভূম জেলার



করেছিলেন ‘তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ অফিসে উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে’। এরপরেই শুক্রবার তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পরিষদের অফিস খোলার পর আরবান দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি নেতৃত্বে আর্থিক তহকুপের তত্ত্বে আসে পাঁচ জন সদস্যের একটি টিম। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্যের পালাবদলের পর এই প্রথম একটি টিম তদন্ত এসেছে তারা জরুরী কাগজ পত্র খতিয়ে দেখছেন, এই তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ থেকে উন্নয়নের নামে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, আধিকারিকেরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে এই দুর্নীতির পিছনে যে বা যারা লুকিয়ে রয়েছে তাদের সবাইকে চিহ্নিত করা হবে।

আসামি ধরতে গিয়ে জনরোষের মুখে পুলিশ, মার খেয়ে রক্তাক্ত পুলিশ কর্মী

মিঠুন হালদার, মূর্শিদাবাদ, ২৩ মে : আসামি ধরতে গিয়ে উল্টে জনতার হাতে মার খেতে হল পুলিশকে। শুক্রবার রাতে মূর্শিদাবাদের ডোমকল থানার কুচিয়ামোড়ায় এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আহত হয়েছেন এক পুলিশকর্মীও। পাল্টা অভিযানে রাতেই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১০ জনকে আটক করেছিল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত আজমত শেখ নামে এক দুস্থতিকে প্রেস্তার করতে শুক্রবার সন্ধ্যায় ‘ওয়াবেস্ট’ নিয়ে কুচিয়ামোড়ায় হানা দেয় ডোমকল থানার একটি দল। স্থানীয় একটি চায়ের দোকান থেকে আজমতকে তুলতে গেলে পুলিশকে ঘিরে ধরে উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ, পুলিশকর্মীদের বেধড়ক মারধর করে আসামিকে ছিনিয়ে নেয় তারা। জখম হন এক পুলিশ কর্মী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার বিশাল বাহিনী। পুলিশের কার্যে বাধা, সরকারি কর্মীকে মারধর ও আসামি

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল নিরাপত্তা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, রোগী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধার্থে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিষরপত্র নিশ্চিত করা এবং অ্যান্থ্রাক্স পরিশেবাের আরও নিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই বিষয়ে পূরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার দেবদীপ মুখার্জি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর বিশেষ নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি যে দীর্ঘদিন ধিয়েছেন তার ধীরে সেই ভাবেই কাজ এগোছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূরুলিয়া, ২২ মে : স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ, আধুনিক ও উন্নত করে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। হাসপাতালগুলিতে দালালরাজ বন্ধ করা, নির্দিষ্ট আয়ের মালিকে অ্যান্থ্রাক্স বৃক্িৎ চালু করা, বেডের কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা, রোগী রক্ষার্থে নিয়ন্ত্রণ আশার আলো দেখছেন পূরুলিয়ার মানুষ। এই নির্দেশ কার্যকর করতে ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে পূরুলিয়া দেশের ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও

সামুদ্রিক মাহের যোগান কমার বিষয়ে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক দেবাশিষ শ্যামল জানিয়েছেন, ‘মূলত তিনটি কারণে দিন দিন মাহের যোগান কম হচ্ছে। এক অনিয়ন্ত্রিত ফিশিং বা ট্রলার ফিশিং। দুই নদী সমুদ্রে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। দ্বিতীয়ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে একাধিক প্রকল্পের কারণে জীববৈচিত্র হারাচ্ছে নদ-নদী ও সমুদ্র। আর তাতেই সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন অনেকটাই কম হয়েছে। শেষ কয়েক বছরে ৬০ শতাংশ মাছ উৎপাদন কমে গেছে। সমস্যায় পড়েছে প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা। আবার ব্যাক্স, সমুদ্রসাঁথী প্রকল্পের ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে আরও সমস্যা নেমে এসেছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে।’ এই বিষয়ে মৎস্যজীবী ফোরামের সূত্রে জানা যায় শেষ কয়েক বছরে মৎস্যজীবী জীবিকা হারিয়েছে এক লক্ষের বেশি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। বান পিরিয়ড সমুদ্র সাঁথী প্রকল্পের ভাতার টাকা পাওয়া গেলে অন্নসংস্থানে কিছুটা উপায় হত বলে মনে করছেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা। দ্রুত মৎস্যজীবীদের এই ভাতা চালু হোক তা নিয়ে মৎস্যজীবীরা দাবি করছেন। ইতিমধ্যেই মৎস্য দফতরকে জানান হয়েছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের এই দাবিতে কতটা সাড়া দিবে মৎস্য দফতর, সেদিকে তাকিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় দেড় লক্ষরও বেশি প্রান্তিক মৎস্যজীবী।

পূর্বঞ্চলীতে দুঃসাহসিক চুরি, লুঠ ৫০ ভরি সোনা ও সিসিটিভির হার্ডডিস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ২৩ মে : পূর্বঞ্চলী ১ ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের চক বামন গড়িয়া এলাকায় এক বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা তাল্লা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আলমারি ও ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে প্রায় ২০ ভরি সোনার গয়না ও প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে দেখে হতবাক হয়ে যান। চারদিকে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে প্রথমেই চুরির বিষয়টি তাদের মনে আসে। পরে প্রত্নেষবীদদের খবর দেওয়া হয় এবং ঘটনার কথা জানানো হয় স্থানীয়

থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। বাড়ির সদস্য বৈশাখী সরকার জানান, তাঁদের বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও মজবুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা সিসিটিভির হার্ড ডিস্কও খুলে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত্তে ছিলাম কারণ বাড়িতে সিসিটিভি ও শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। তারপরেও এমন ঘটনা ঘটায় আমরা খুবই চিন্তিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফলে নতুন করে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। দ্রুত দুষ্কৃতীদের প্রেফতার ও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে

খড়গপুর-টাতনগর শাখায় ট্রেন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী বিধায়ক প্রণত টুডু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মে : খড়গপুর-টাতনগর রেল শাখায় দীর্ঘদিনের ট্রেন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন বিনপূরের বিজেপি বিধায়ক তথা চিকিৎসক প্রণত টুডু। শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশনে স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক দাবি তুলে ধরেন তিনি। বিধায়ক জানান, ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে চালানো, ঝাড়গ্রাম-সাঁতবাগছি মেমো লোকাল ট্রেনে গিথনী পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের ঝাড়গ্রাম স্টেশনে স্টপেজ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পুরী-যোগ নগরী ঋষিকেশ উকল এক্সপ্রেসেরও ঝাড়গ্রামে স্টপেজের আবেদন করা হয়েছে। স্থানীয় যাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই শাখার বহু ট্রেন ঘটনার পর ঘটী দেরিতে চালাচল করায় সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রী, হাঙ্গছাত্রী, ব্যবসায়ী ও রোগীরা। এই বিষয়গুলি বৈঠকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় বলে জানান বিধায়ক। প্রণত টুডু বলেন, যাত্রীদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে জানানো হয়েছে। স্টেশন ম্যানেজার ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছেন।

গরু পাচারের অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৩ মে : গরু পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে প্রেফতার করে শনিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করল তৃণশুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোরবেলায় নিয়মিত টহলদারির সময় একটি পিকআপ ভানিকে তদন্তকর্মকভাবে কয়েকটি গরু নিয়ে যেতে দেখা যায়। এরপর পুলিশ গাড়িটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় গাড়িতে থাকা গরুগুলির বৈধ নথিপত্র দেখাতে বলা হয় চালক ও তার সহযোগী কানৈও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। এরপর পুলিশ গাড়িগে ধাক্কা দেয় আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি, গরু পাচার রোধে কড়া নজরদারির অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গরুগুলির উৎস ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বোমাবজিতে উত্তপ্ত নানুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৩ মে : আবারও বোমাবজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নানুর। এবার নানুরের হাসপাতাল থুপসুরা এলাকায় তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য বাগ্মা চৌধুরী বাড়িতে গভরোতে ব্যাপক বোমাবাজি ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী বাগ্মা চৌধুরীর বাড়িতে চড়াও হয়ে বোমাবাজি চালায় এবং বাড়িতে ভাঙচুর করে। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ভয়াবহ আঙুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২৩ মে : মূর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে আমকা ওই ব্যাঙ্কটিতে আগুন লেগে যাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক ভয় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এবং দীর্ঘ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট-সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে অগ্নিকাণ্ডের পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের ভেতরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় এক পৌর সদস্য জানিয়েছেন, আমরা জানতে পারি হঠাৎই ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন লেগে যায়। আমরা আসি। দীর্ঘ এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এক দমকল কাউন্টিংর অত্যাশঙ্ক কাঙ্ধের জন্য দুটি কাউন্টিং মেশিন রাখাছিল। ওভারলোড কাজের কারণেই মেশিনের শর্ট সার্কিট তৈরি হয়। আর তারপরেই আগুন ধরে যায়। দুটি কম্পন্টরটির, দুটি কাউন্টিং মেশিন পুড়ে গেছে। তদন্তে পুলিশ।

আইনলোশনের সুবিধার ব্যবস্থা

ই-টোভার নোটিস নংঃ টিএসএডি/এলএমজি/১০ অফ ২০২৬-২৭; তারিখঃ ২১-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিরীক্ষিত কাজের জন্য ই-টোভার আহ্বান করা হচ্ছে। টোভার নম্বরঃ ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-৩৫এই-ই-এমওডি-৬৩; কার্যের নামঃ লামজি/ভিভিসএন অধীনে এআরটি/টিপ শেখ ও বাদিন মুরারী ও-এর এলিমেন্টারি সেন্সেন্স এর-৩৪-এর কাল সলোয়া লাইসেন্সের অন্তর্গত মৌজা রমানাবথীরা বনগ্রাম।
বিস্ময়কর নম্বরঃ ৭৫০,৫৬৩৬-৮৮/১; বারাদা নম্বরঃ ১৫,০০০/- টিকা; টোভার বদলের তারিখ ও সময়ঃ ২১-০৫-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টোভারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টোভার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইউ/টিআরডি, লামজিঃ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গণা নিচ নিচের দেয়া

এতদ্বারা সর্বসাধারণনকে জানানো যাইতেছে যে আমি রীতম চৌধুরী, পিতা-মুকুল চৌধুরী সাকিম-সিমান্ত বোলপুর বীরভূম, বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ২০২৩ সালের ৪১৯ ১১ নম্বর বোলপুর থানার অর্গত সাহাজাপুর মৌজার ১৬ নম্বর দাগের ১১ শবক সম্পত্তি পূর্ণাঙ্গ কলিকাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১০ দিন মধ্যে অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

রীতম চৌধুরী

যোগাযোগ নম্বর-৮৮০৬৩০৬৩৬১

পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম		
পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি-এপি-এএএডিউইউ-৪-২৬, নিলাম শুভর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘট্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘট্টা, রেই ইউনিটঃ বার্বিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপি/নিম্নঃ ১০৬৬।		
এসইউসি নংঃ	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ১/১	পিকএইউ-এপিডিয়ে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যাড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ মাল জং-এ প্রাইটম নং. ১-এ পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেট।
এ১/২	পিকএইউ-এপিডিয়ে-ডিকিউডি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে অ্যাড ইয়ুজ-টয়লেট)	দুপডুড়ির প্রাইটম নং. ১-এ পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেট।
এ১/৩	পিকএইউ-এপিডিয়ে-জেনপি-টিওআই-১৯-২২-১ (পে অ্যাড ইয়ুজ-টয়লেট)	জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন-এ পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেট।
এ১/৪	পিকএইউ-এপিডিয়ে-এপিডিয়ে-টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যাড ইয়ুজ-টয়লেট)	আলিপুরদুয়ার জং-এ প্রাইটম নং. ১-এ পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরে ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যাড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং,

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসমচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রবিবার, ২৪ মে, ২০২৬। ৭

দেখা হচ্ছে। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকেও দোষীদের দ্রুত প্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।

তিনসুকিয়া মণ্ডলে স্লীপার নবীকরণ কাজ

টোভার নোটিস নংঃ টিএসএডি/এলএমজি/২১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ২১-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিরীক্ষিত কাজগুলির জন্য "ই-টোভারি" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টোভার আহ্বান করা হয়েছে- কাজের নামঃ নিম্নলিখিত জংশন-মরাপহাটি এবং ফরকাটিং জংশন-মারগি জংশন (এলএল-টিএসআর/পি) - ক্রমে ২৮,৮০০ টিকেএম এবং ১৭,২০০ টিকেএম। টোভার রাশিঃ ৮,৪০২,২৪,১২৪/- টাকা। বারাদা রাশিঃ ১৬৩৬,০০০/- টাকা। টোভার বন্ধ হবে ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘট্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬.০০ ঘট্টায়। উপরোক্ত ই-টোভারের সম্পূর্ণ বিবরণে সহিত টোভার প্র-অর আপাদী ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘট্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিভারএম (ডব্লিউ/তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"সমান্তরে গ্রাহক পরিষেবা"

ডাউনটে ১৫০ ইউনিট কোয়টারের মোরামত
ই-টোভার নোটিস নং. ১৪-ইএনজিভি-আরএনজিএই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিরীক্ষিত কাজগুলির জন্য "ই-টোভারি" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টোভার আহ্বান করা হয়েছে- টোভার সংখ্যা. ১। আইটোভারের সন্ধিপ্ত বিবরণঃ ডাউনটে-এটি বহাইগাঁও ওয়ার্ডসর্পক্ষে ১৫০ ইউনিট কোয়ার্টারের বিশেষ মোরামত। টোভার রাশিঃ ৬,৮০,৪৪,৭০২.৩৪/- টাকা। বারাদা রাশিঃ ৭,৬০,০০০/-টাকা। ই-টোভার বন্ধ ৫:০০র তারিখ এবং সময়ঃ ১

